ঃ ঃ অটো ঋণচুক্তি ঃ ঃ

এই চুক্তি নিম্নলিখিত পক্ষগণের মধ্যে স্থানে তারিখে সম্পাদিত হইল ঃ

ঋণগ্রহীতা, সহকারী ঋণগ্রহীতা, সহকারী আবেদনকারী যা এই চুক্তি তপশীলে আরো বিস্তারিত রূপে বলা আছে এবং অতঃপর যাঁরা ''ঋণগ্রহীতা'' হিসাবে বিবেচিত) এবং জামানাতকারী (তপশীলে আরো বিস্তারিত রূপে বর্ণিত ও অতঃপর যা ''জমানাতকারী'' হিসাবে পরিচিত) এবং এই শব্দের অন্য কোনরূপ ব্যাখ্যা না হলে অথবা অন্যকোন অর্থ প্রকাশ না হলে এই পক্ষের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হবেন তার বা তাদের সংশিষ্ট উত্তরাধীকারী, কার্যনির্বাহী, প্রশাসক মনোনীত ব্যক্তি, মোক্তার এবং বৈধ প্রতিনিধি (যেখানে ঋণগ্রহীতা বা জামানাতকারী একজন ব্যক্তি বা মালিক) উত্তর সুরী অথবা যেক্ষেত্রে যেমন প্রযোজন (যে ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা বা জামানাতকারী কোম্পানী আইন ১৯৫৬ অনুসারে নথিভুক্ত একটি কোম্পানি বা সংঘবদ্ধ কোম্পানি) বিভিন্ন সময়ে ঘোষিত অংশীদারগণ, তাদের তত্ত্বাবধায়কগণ এবং অংশীদারগণের বৈধ উত্তরাধিকারী, কার্যনির্বাহক, প্রশাশক, বৈধ উত্তরাধিকারী মনোনীত ব্যক্তি এবং উত্তর সূরী (যেখানে ঋণগ্রহীতা বা জামানাতকারী একটি অংশীদারী কারবার প্রতিষ্ঠান)। .... প্রথমপক্ষ

এবং

বাজাজ ফাইনান্স লিমিটেড ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনে গঠিত একটি কোম্পানি। ইহার নিবন্ধকৃত আফিসের ঠিকানা - মুম্বাই, পুণে রোড, আকুরদি, পুণে - ৪১১০৩৫ (এতদ্পর যা ''বি. এফ.এল'' নামে অভিহিত) এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ইহার শাখা অফিস ও আঞ্চলিক অফিস (এই শব্দের অন্য কোনরূপ অর্থ না হলে বা অন্য কোনরূপ ব্যাখ্যা না হলে, ইহার উত্তরসূরী, প্রশাসক ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রাধিকারীগণ ও অন্তভূক্ত হবে)।

.... অপরপক্ষ

ঋণগ্রহীতা ''বি. এফ.এল'' কে অবহিত করেছেন বা অনুরোধ করেছেন যে বাজাজ অটো লিমিটেডের অনুমোদিত বিক্রেতা বা সরবরাহকারী (তপশীল 'ক' তে বর্ণিত) এর নিকট থেকে একটি উৎপাদিত দ্রব্য (তপশীল 'খ' তে বিস্তারিত রূপে বর্ণিত) কেনার জন্য ঋণের প্রয়োজন এবং যে কারণে ঋণগ্রহীতা ''বি. এফ. এল'' কে উক্ত ক্রয়ের জন্য আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্রয়মূল্য বাবদ মোট টাকা আর্থিক সহায়তা প্রার্থনা করছেন। ''বি. এফ.এল'' নির্দ্ধারিত সুদের হারে ও নির্দিষ্ট সময়ের মাসের মধ্যে পরিশোধের শর্তে (ঋণগ্রহীতার আবেদন পত্র, জমা করা দস্তাবেজ এর উপর ভিত্তি করে) ঋণ প্রদান করতে সম্মত হয়েছেন (অতঃপর যা অনুমোদন প্রাপ্ত ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে তপশীলে বিস্তারিত রূপে ইহা বর্ণিত হয়েছে)। ''বি. এফ.এল'' এর দেওয়া উক্ত ঋণ ঋণগ্রহীতা বা সহকারী ঋণগ্রহীতা বা জামানতকারী গ্রহন করতে সম্মত হয়েছে।

সংজ্ঞা ও শিরোনাম ঃ

ক) ''আবেদন পত্র'' বলতে প্রসঙ্গ অনুসারে আবেদনকারী যে নিদর্শে ''বি. এফ.এল'' এর নিকট ঋনসহায়তার জন্য আবেদন জানাচ্ছেন এবং যে নিদর্শের সঙ্গে ঋণসহায়তা সংক্রান্ত তথ্য বিবরণ সংশোধনা, চিঠিপত্র এবং অঙ্গীকার ও ঘোষণা পত্র জমা করছেন এবং বিভিন্ন সময়ে উক্ত ঋণসহায়তার সঙ্গে অতিরিক্ত বা বর্ধিত সহায়তার আবেদন জানাচ্ছে, তাকে বোঝাবে।

খ) ''স্বয়ংক্রিয় বিকলন আদেশ'' (অটো ডেবিট ম্যানডেট বা এ.ডি.এম.) বলতে ব্যাঙ্কের নিকট ঋণগ্রহীতা কর্তৃক লিখিত আদেশ প্রদানকে বোঝায়, যার বলে ব্যাঙ্ক ''বি.এফ.এল.'' এর দেওয়া ঋণের দরুন ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্ট থেকে প্রতি মাসে ঋণ বা কিস্তি বাবদ প্রদেয় অর্থ কেটে নিয়ে ''বি. এফ.এল'' এর অনুকুলে জমা করবেন।

গ) ''ঋণগ্রহীতা'' কথাটির অর্থ হল - পৃথকভাবে ও যুগ্মভাবে আবেদনকারী এবং সহকারী আবেদনকারী বা সহকারী ঋণগ্রহীতা যাকে বি.এফ.এল. প্রদত্ত আবেদনের ভিত্তিতে ও ঋণের প্রকৃতির ভিত্তিতে ঋণ মঞ্জুর বা অনুমোদন করেছেন।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা উত্তর সূরী ও স্বত্তনিয়োগীগণ ও ''ঋণগ্রহীতার'' কথাটির অন্তর্ভুক্ত হবে ।

১) ঋণগ্রহীতার উত্তরাধিকারী ও অনুমোদিত স্বত্বনিয়োগী ও ইহার অন্তভুক্ত হবে যদি ঋণগ্রহীতা ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী গঠিত একটি কোম্পানি হয় অথবা সংশ্লিষ্ট সমিতি আইন অনুযায়ী গঠিত নিবন্ধকৃত একটি সমিতি হয় ।

২) যদি ১৯৩২ সালের ভারতীয় অংশীদারী কারবার আইন অনুযায়ী একটি অংশীদারী কারবার আইন অনুযায়ী একটি অংশীদারী প্রতিষ্ঠান হয় তাহলে যে কোন ঋণগ্রহীতা বা তার অংশীদার এবং তাদের জীবিত উত্তরাধিকারী অথবা বিভিন্ন সময়ে ঘোষিত অংশীদার এবং সংশ্লিষ্ট উত্তরাধীকারী বৈধ প্রতিনিধি, নির্বাহক প্রশাসক এবং অনুমোদিত স্বত্ববিকারী অন্তভূক্ত হবেন।

৩) ঋণগ্রহীতা একজন ব্যক্তি এবং বা অথবা একক চূড়ান্ত মালিক হিসাবে ব্যবসা পরিচালনা করেন তার উত্তরাধিকার বৈধ প্রতিনিধি কার্য্যনির্বাহক প্রশাসক এবং অনুমোদিত স্বত্ববিকারী অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(ঘ) ''ঋণগ্রহীতার বকেয়া'' বলতে ঋণের শর্ত ও লেনদেন সংক্রান্ত দস্তাবেজ অনুসারে ঋণগ্রহীতা কর্তৃক বি.এফ.এল. কে প্রদেয় সকল প্রকার ধন বা আর্থিক সহায়তা বকেয়া আসল রাশি, সুদ, অন্যন্য সকল প্রকার সুদ, ফি খরচ, জরিমানা, বা স্ট্যাম্প ডিউটি এবং অন্যান্য সকল প্রকার প্রদেয় অর্থ তথা ঋণকর শর্ত ও অবস্থা অনুযায়ী বি.এফ.এল. কে প্রদেয় নির্দ্ধারিত অর্থ রাশিকে বোঝাবে।

(ঙ) খেলাপী সুদ বলতে বোঝায় চুক্তির ৩(৩) নং শর্তানুসারে নির্দ্ধারিত প্রদান তারিখের মধ্যে ধনগ্রহীতা বি.এফ.এল. কে বকেয়া কিস্তি ও অন্যান্য অর্থরাশি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়া কারণে উদ্ভুত খেলাপী জরিমানা বা সুদ বাবদ অর্থ।

(চ) ''সরাসরি নগদ সংগ্রহ'' (ডাইরেক্ট ক্যাস কালেকশ্যান) বা ডি.সি.সি. বলতে বোঝায় বিভিন্ন স্থানে বি.এফ.এল. এর অনুমোদিত প্রতিনিধি বা এজেন্ট এর মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা বকেয়া বাবদ নগদ অর্থ আদায় এবং এছাড়া বাজাজ অটো লিমিটেড এর বিপনন কেন্দ্রগুলিতে উক্ত অর্থ আদায় করাকেও বোঝাবে।

(ছ) ''প্রদেয় তারিখ'' বলতে লেনদেন দস্তাবেজ অনুসারে যে তারিখে ঋণগ্রহীতাকে বি.এফ.এল. এর নিকট নির্ধারিত সময়ের জন্য বকেয়া হওয়া কিস্তির আসল সুদ এবং বা অথবা অন্যান্য অর্থ প্রদান করিতে হবে।

(জ) ''উৎসমূলে কাটা'' কথার অর্থ হল ঋণগ্রহীতার নিয়োগকর্তা ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ধন বা আর্থিক সহায়তার কিস্তির অর্থ কেটে নিয়ে বি.এফ.এল. এর অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত কার বা ইহার অনুমোদিত প্রতিনিধির হাতে তুলে দেওয়া।

(ঝ) ''স্বয়ংক্রিয় অর্থ স্থানান্তরন ব্যবস্থা'' (ই.সি.এস.) হল বৈদ্যুতিন মাধ্যমে লেনদেন ব্যবস্থা, যার সাহায্যে কোন কর্তার মাধ্যমে বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে টাকা এক অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয় অথবা যান্ত্রিক প্রতিচ্ছবির সাহায্যে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বিভিন্ন মাধ্যমে টাকা স্থানান্তর করা হয় অথবা বৈদ্যুতিন ফাইলের বিস্তারিত বিবরন অনযায়ী টাকা স্থানান্তরিত করা হয় অথবা বৈদ্যুতিন চেকের মাধ্যমে অথবা বিভিন্ন প্রকার প্লাসিক কার্ডের মাধ্যমে অথবা ভারতীয় বিজার্ভ ব্যাঙ্ক মাধ্যমে টাকা স্থানান্তর করা হয় অর্থাৎ গ্রাহক লিখিত রূপে যে পদ্ধতি গ্রহন করবেন সেই পদ্ধতিতে টাকা হস্তান্তর করাকে বোঝাবে।

(ঞ) ''ই-পেমেন্ট'' বলতে বিভিন্ন ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নির্দেশিত বৈদ্যুতিন উপায়ে অর্থ হস্তান্তর ব্যবস্থা বা মাধ্যমে যথা ইন্টারনেট, অনলাইন, মোবাইল, ই-পার্স বা ই-ওয়ালেট, ভারচুয়াল কার্ড ইত্যাদি মাধ্যমে অর্থ লেনদেন ব্যবস্থাকে বোঝাবে।

(ট) ''জামানতকারী'' কথার অর্থ হল কজন ব্যক্তি যিনি ঋণের চুক্তি ও ইহার শর্ত ও তপশীল অনুসারে ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধে দায়বদ্ধ থাকবেন বিগত জামানতের প্রকৃতি অনুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণও জামানত শব্দের অন্তর্ভুক্ত হবেন ঃ (১) ইহার উত্তরসূরী এবং অনুমোদিত স্বত্ত্বাধিকারী অন্তভুক্ত হবেন যদি জামানতকারী ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনে নিবন্ধকৃত একটি কোম্পানি হয় অথবা সমিতি আইনের বিভিন্ন ধারা অনুযায়ী নিবন্ধীকৃত একটি সমিতি হয় (১) ১৯৩২ সালে ভারতীয় অংশীদারী কারবার আইনানুযায়ী জামানাতকারী যদি একটি অংশীদারী কারবার প্রতিষ্ঠান হয় তাহলে কোন প্রতিষ্টান বা প্রতিষ্ঠানের অংশীদারীগণ এবং তাদের জীবিত সদস্যগণ অথবা বিভিন্ন সময়ে নথিভুক্ত অংশীদার এবং তাদের সংশ্লিষ্ট উত্তাধিকারী বৈধ প্রতিনিধি প্রসাসক এবং অনুমোদিত স্বত্ত্বাধিকারী জামানত শব্দের সঙ্গে অন্তভূক্ত হবে। (২) জামানকারী একজন ব্যক্তি অথবা কোন ব্যাবসয়িক প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত একক মালিক হলে তার উত্তরাধিকার বৈধ প্রতিনিধি কার্য্যনির্বাহক, প্রশাসক এবং অনুমোদিত স্বত্ত্বাধিকারীগণও জামানতকারী শব্দের অন্তভুক্ত হবে। জামানতকারী একজন ঋণগ্রহীতা হিসাবে বিবেচিত হবেন।

ঠ) ''কিস্তি (ই এম আই) এর অর্থ হল ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহিতাগণের সন্মতি এবং মাসিক বা ত্রৈমাসিক বা অন্য কোন সময়ান্তরে প্রদেয় রাশি যার মধ্যে আসল ও সুদ এর অংশ থাকবে এবং অবশেষে রাশির উপর সুদ হিসাব করা হবে। উক্ত রাশির পরিমাণ মালিক সমহারে বা অসমহারে হতে পারে। এই সমহার বা অসমহার কিস্তি নির্ণয়ের বিষয় চুক্তির তপশীলের ''ক''অংশে বিস্তারিত রূপে প্রদত্ত থাকে।

(ড) ''সুদ'' বলতে স্থায়ী বা পরিবর্তনশীল হারে নির্দ্ধারিত প্রযোজ্য সুদের হারকে বোঝায়।

(ঢ) ''ঋণ'' বলতে বি.এফ.এল. ঋণগ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে অর্থ প্রদান করেছেন সেই পরিমান অর্থকে বোঝাবে এবং তাছাড়াও ঋণের চুক্তির শর্ত ও অবস্থা অনুসারের ঐ ঋণসংক্রান্ত বিষয়ে বি.এফ.এল এর নিকট ঋণগ্রহীতার প্রদেয় অন্যান্য অর্থও ''ঋণ'' কথাটির অন্তর্ভুক্ত হবে।

(ণ) পি.ডি.সি বা পোষ্টডেটেড চেক বলতে বোঝায়, ঋণগ্রহীতা ঋণের কিস্তির সমসংখ্যক চেক বি.এফ.এল অনুযায়ী প্রদান করেন এবং উক্ত চেক গুলি প্রত্যেকটি কিস্তি প্রদান তারিখে বি.এফ.এল. ভাঙাতে পারবেন।

(ত) ''উৎপাদন'' বলতে ঋণগ্রহীতাকে প্রদেয় বিভিন্ন প্রকার অর্থিক সহায়তাকে বোঝায় যা চুক্তির তপশীলে (খ) বিভাগে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে, এবং সমস্ত প্রকার সংযোজন এবং পরিগ্রহন এবং সকল প্রকার রদবদল ও চুক্তির আগে বা পরে সংশ্লিষ্ট নবীকরণ ইত্যাদী ঐ উৎপাদন কথাটির অন্তভুক্ত হবে।

(থ) ''আর্থিক জরিমানা'' বলতে নিদ্ধারিত তারিখে কিস্তি বাবদ অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হলে উক্ত কিস্তির ওপর ধার্য্য জরিমানাকে বোঝায়।

(দ) ''চেক ফেরৎ জনিত জরিমানা'' কথার অর্থ হল ঋণগ্রহীতা বা সহকারী আবেদনকারী বা সহকারী ঋণগ্রহীতা মাসিক কিস্তি প্রদান জন্য যে পোষ্ট ডেটেড চেক বা ই.সি.এস. বা এ.ডি.এম প্রদান করেছেন তা কার্যকরী করতে না পারলে অথবা নির্ধারিত প্রদান তারিখের আগে বা পরে পরিশোধ জনিত নির্দেশ কার্যকরী করতে না পারলে ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার উপর যে জরিমানা ধার্য্য করবেন।

(ধ) 'তপশীল' কথাটির অর্থ হল ঋণ গ্রহীতাকে প্রদত্ত ঋণ বা আর্থিক সহায়তা সংক্রান্ত বিস্তৃত বিবরণ যা চুক্তির একটি অবিচ্ছেদ্ধ অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত।

(ন) 'অনুমোদিত ডিলার' বলতে বাজাজ অটো লিমিটেড এবং বি.এফ.এল. লিমিটেডের অনুমোদিত অংশীদারী কারবার প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিগত মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান বা প্রাইভেট বা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে বোঝায়।

(২) **ঋণের শর্ত সমূহ ঃ**

১) ঋণ প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে ঋণগ্রহীতা অবহিত হয়েছেন। ঋণগ্রহীতা সম্মত হয়েছেন যে, ঋণ প্রদান তখনই কার্য্যকর হবে যখন স্থানীয় অর্থ বি.এফ.এল.-এর অ্যাকাউন্ট থেকে বাজাজ অটো লিমিটেডের অনুমোদিত ডিলারকে হস্তান্তারিত করা হয়েছে অথবা আদেশ প্রদত্ত হয়েছে।

২) ঋণ গ্রহীতার এককালীন অ-ফেরৎ যোগ্য অগ্রিম সুদ বা পরিষেবা খরচ এবং আর্থিক সহায়তা বা ঋণ প্রকল্পের অধীন অন্যান্য প্রযোজ্য খরচ প্রদান করবেন এবং বি.এফ.এল. যখন অনুমোদিত ডিলারকে উক্ত ঋণের অর্থ হস্তান্তর করবেন তখনই ঐ অগ্রিম সুদ বা পরিষেবা খরচ ও অন্যান্য খরচ বাবদ অর্থ কেটে নেবেন।

৩) ঋণগ্রহীতা সম্মতি প্রকাশ করছেন এবং নিশ্চিত করছেন যে ঃ-

(১) বি.এফ.এল. অনুমোদিত ঋণের অর্থ ঋণগ্রহীতা বা ডিলারকে এক লপ্তে অথবা ডি.এফ.এল. নির্ধারিত কিস্তিতে প্রদান করতে পারেন।

(২) উক্ত ঋণের অর্থরাশি চুক্তির 'ক' তপশীলেতে উল্লিখিত প্রথম কিস্তি প্রদান তারিখ থেকে শুরু করে মোট ------ মাস ধরে কিস্তির অর্থ পরিশোধ করিবেন।

(৩) বি.এফ.এল.কে এতদ্বারা ঋণগ্রহীতার পক্ষ থেকে সরাসরি ডিলারকে অনুমোদিত ঋণরাশী (মোট আর্থিক সহায়তা) প্রদান করার অধিকার দেওয়া হচ্ছে এবং একই সাথে এই চুক্তির তপশীল 'ক' অনুযায়ী হ্রাসপ্রাপ্ত অবশেষ রাশির উপর নির্দ্ধারিত হবে প্রদেয় সুদ ও অন্যান্য দেয় অনুমোদিত ঋণরাশির সঙ্গে যুক্ত হবে, যা চুক্তির শর্তানুসারে ঋণদাতা বি.এফ.এল. প্রদান করবেন।

(৪) নিম্নলিখিত খেলাপের কারণ ঘটালে বি.এফ.এল. লাভ আদায় করতে পারেন ঃ

(ক) তপশীল 'খ' অনুসারে প্রতি চেক ফেরৎ জনিত ঘটনার ক্ষেত্রে ৩৫০.০০ (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা জরিমানা।

(খ) তপশীল 'খ' অনুসারে কিস্তি প্রদান না করা অব্যাহত থাকেন প্রদেয় তারিখ থেকে প্রদান করা তারিখ পর্যন্ত বকেয়া হওয়া রাশির উপর আনুপাতিক ভাবে মাসিক অনধিক ৩ শতাংশ হারে অতিরিক্ত জরিমানা।

(গ) ঋণগ্রহীতা সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন যে, তপশীল 'খ' তে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত শর্তানুসারে ঋণের অর্থ সম্পূর্ণ ও চূড়ান্তরূপে পরিশোধ হওয়ার বিষয়ে বি.এফ.এল. সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ঐ ঋণ জামানত ভুক্ত থাকবে।

৪. অনুমোদিত ঋণের অর্থ ঋণগ্রহীতা কেবলমাত্র উৎপাদন দ্রব্য কেনার ব্যাপারেই খরচ করবেন এবং অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবেন না।

৫. ঋণগ্রহীতা ঋণের আসল সুদ ব্যয় বাবদ অর্থ তপশীল 'ক' নির্দ্ধারিত কিস্তির মাধ্যমে পরিশোধ করবেন।

৬. প্রত্যেক কিস্তি প্রদানের শেষে অবশেষে আসল রাশির উপর নির্ধারিত হারে প্রদেয় আর্থিক সহায়তা জনিত প্রদেয় খরচ ভিন্নরূপ হবে।

৭. যদি কোন কারনে সুদের হার বৃদ্ধি পায় অথবা কিস্তির উপর প্রদত্ত কর জরিমানা ব্যয়, লেভি ও অন্য অর্থ অতিরিক্ত হারে অর্পিত হয় তাহলে কিস্তি পরিমান বৃদ্ধি পাবে এবং ঋণগ্রহীতা বি.এফ.এল কে ঐ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে কিস্তি প্রদান করবেন। উক্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সুদ কর জরিমানা ব্যয় লেভি ও অন্যান্য অর্থ ঋণের অংশ হিসাবে গণ্য হবে কোন নোটিশ ছাড়াই জামানতকারী বৃদ্ধি সম্পর্কে সম্মত থাকবেন।

৮. চুক্তির তপসীলে **'ক'** অংশের উল্লিখিত প্রদান তারিখই কিস্তি প্রদানের তারিখ হিসাবে গণ্য হবে এবং চুক্তি বা ঠিকার মুখ্য বিষয় হল সঠিক সময়ে কিস্তি প্রদান।

৯. সহকারী আবেদনকারী বা সহকারী ঋণগ্রহীতা বা জামানতকারী-কে বিবেচনা করেই বি.এফ.এল ঋণগ্রহীতাকে ঋণ অনুমোদন করেছেন এবং এই ক্ষেত্রে উক্ত সহকারী বা আবেদনকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা জামানতকারী অঙ্গীকার করছেন, সম্মতি প্রকাশ করেছেন এবং ঘোষনা করেছেন যে, ঋণগ্রহীতা ঋণচুক্তির সমস্ত ধারা তপশীল, চুক্তি চুক্তির শর্ত ও অবস্থা সমূহ মেনে চলবেন ও পরিপূরন করবেন এবং বি.এফ.এল. এর নিকট বকেয়া হয়েছে বা আগামীতে বকেয়া হবে এরূপ আসল সুদ, অতিরিক্ত সুদ ব্যয় ক্ষতি প্রদান করবেন। কোনরূপ বিলম্ব,প্রতিবাদ ও বিতর্ক ছাড়াই ঋণগ্রহীতা উক্ত সম্মতি অধিগ্রহন করার পর বিক্রয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উক্ত ক্ষতি পরিপূরন করবেন।

১০. ঋণগ্রহীতা বা সহকারী-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী বা জামানতকারী স্বীকার বা অঙ্গীকার করছেন যে, বি.এফ.এল.এর নিকট তার বা তাদের দেওয়া সকল বা যে কোন তথ্য চুক্তি অনুসরে বি.এফ.এল. যে কোন ক্রেডিট ব্যুরো বা বি.এফ.এল.উপযুক্ত মনে করবেন এরূপ কোন ব্যক্তিকে প্রদান করতে পারেন এবং এবিষয়ে ঋণগ্রহীতা বা সহকারী ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী বা জামানতকারী কোনরূপ বিতর্কের সূত্রপাত করবেন না।

১১. **<u>বকেয়া কিস্তি প্রদান</u> ঃ**

ঋণগ্রহীতা এতদ্বারা অঙ্গীকার ও স্বীকার করছেন যে তিনি নিম্নলিখিত যে কোন একটি পদ্ধতি মেনে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করবেন।

১) এই ঋণের চুক্তি অনুসারে অনুমোদিত ঋণের মাসও ও অন্যান্য প্রদেয় অর্থ পরিশোধের জন্য ঋণপ্রহীতা বি.এফ.এল. কে নির্দ্ধারিত সংখ্যক পোষ্ঠ ডেটেড চেক প্রদান করবেন এবং প্রত্যেকটি চেকে প্রতি কিস্তি প্রদানের তারিখ উল্লিখিত হবে এবং ঐ পোষ্ট ডেটেড চেক বি.এফ.এল. অনুকুলে প্রদত্ত হবে।
ঋণগ্রহীতা নি:স্বর্ত্তে ও স্থায়ীরূপে অঙ্গীকার করছন যে চুক্তির সময় বা চুক্তির পূর্বে যে সমস্ত পোষ্ট ডেটেড চেক প্রদান করছেন তা ঘটনা নির্বিশেষে প্রত্যেকটি প্রদান তারিখের জন্য বৈধ এবং কোন অবস্থাতেই ঋণগ্রহীতা কোন কারন দেখিয়ে উক্ত চেক সমূহকে বাতিল ঘোষনা করতে পারবেন। ঋণগ্রহীতা আরো অঙ্গীকার করছেন যে অ্যাকাউন্ট থেকে উক্ত চেক প্রদান করেছেন সেই অ্যাকাউন্ট যথেষ্ট পরিমান অর্থ জমা আছে এবং ঋণগ্রহীতা আরো অঙ্গীকার করছেন যে পোষ্ট ডেটেড চেক সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট তিনি বন্ধ করেননি এবং অথবা নগদ অর্থ প্রদান না করার জন্য কোন নির্দেশ সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক কতৃপক্ষকে প্রদান করেননি বা অর্থ প্রদান বন্ধ করার নির্দেশ দেন নি।
ঋণগ্রহীতা পুনরাই নিশ্চিত করছেন যে চুক্তির অর্ন্তভূক্ত অনুমোদন করছেন যে চুক্তির অর্ন্তভূক্ত অনুমোদি ঋণের জন্য বি.এফ.এল.এর অনুকুলে ডেটেড চেক জমা পড়ার করেই বি.এফ.এল. ঐ চেকের উপর ভিত্তির করে ঋণের অর্থ-প্রদান করবেন। ঐ পোষ্ট চেটেড চেক সমূহের বিস্তারিত বিবরণ চুক্তির তপসীল ঙ (১)-এ প্রদত্ত হয়েছে। তবে ঋণগ্রহীতা বি.এফ.এল. কে অনধিক ভাবে টাকা স্থানান্তরন খরচ প্রদান করে চেক বদল করে নতুন চেক প্রদান বা জমা করতে পারেন।

২) ঋণগ্রহীতা বি.এফ.এল. এর অনুকুলে ই.সি.এস. নির্দেশ বা এ.ডি.এম. বা অন্যকোন সয়ক্রিয় বৈদুতিন বা অন্যান্য প্রকার নির্দেশ প্রদান করবেন যার ফলে ঋণচুক্তির অর্ন্তভূক্ত ঋণের চুক্তি কিস্তি ও অন্যান্য অর্থ নির্দ্ধারিত প্রদান তারিখে বি.এফ.এল. ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্ট থেকে কেটে নিতে পারেন। ঋণগ্রহীতা নি:স্বর্ত্তে ও সম্পূর্ণ অঙ্গীকার করছেন যে, চুক্তির আগে বা পরে প্রদান করা ই.সি.এস. নির্দেশ বা এ.ডি.এম. বা স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিন নির্দেশ বা অন্যান্য নির্দেশ গুলি প্রত্যেক প্রদান তারিখ থেকে সংশ্লিষ্ট মাসের ৩০ তারিখ পর্যন্ত বৈধ ও কার্যকরী থাকবে এবং কোন ঘটনা নির্বিশেষে এবং কোন কারণ দেখিয়ে উক্ত নির্দেশ বাতিল করতে পারবেন না। ''ঋণগ্রহীতা এছাড়াও অঙ্গীকার করছেন যে, অ্যাকাউন্ট থেকে উক্ত ই.সি.এস বা এ.ডি .এম বা অন্যকোন নির্দেশ কার্যকারী নির্দেশ দিয়ছেন সেই অ্যাকাউন্টে যথেষ্ট পরিমান অর্থ জমা থাকবে এবং যে অ্যাকাউন্টের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত ই.সি.এস. নির্দেশ বা এ.ডি .এম বা অন্যান্য বৈদ্যুতিন নির্দেশ প্রদান করেছেন সেই অ্যাকাউন্ট কোন অবস্থাতেই বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দেবেন না বা উক্ত নির্দেশগুলির মাধ্যমে অর্থ প্রদান স্থগিত রাখার নির্দেশ দেবেন না। ঋণগ্রহীতা আরো নিশ্চিত করছেন যে কেবলমাত্র বি.এফ.এল এর অনুকুলে ই.সি.এস নির্দেশ বা এ.ডি .এম বা অন্যকোন স্বয়ংক্রিয় নির্দেশ বা অন্যকোন প্রকার নির্দেশ প্রদান করার পরে এবং উক্ত নির্দেশ সমূহের উপর ভিত্তি করে ঋণগ্রহীতাকে বি.এফ.এল. অনুমোদিত ঋণের অর্থ প্রদান করবেন। ঐ ই.সি.এস.নির্দেশ বা এ.ডি.এম বা অন্যান্য স্বয়ংক্রিয় নির্দেশ বা অন্যকোন প্রকার নির্দেশ ইত্যাদির বিস্তিৃ বিবরন চুক্তির তপশীল এর ''ঙ'' অংশে লিপিবদ্ধ আছে। কোন কারণে উক্ত ই.সি.এস. নির্দেশ বা এ.ডি .এম বা অন্য স্বয়ংক্রিয় নির্দেশ বা অন্য কোন প্রকার নির্দেশ বদল করতে চাইলে ঋণগ্রহীতা বি.এফ.এল. কে অনধিক ৫০০ রদবদল বাবদ খরচ প্রদান করে পুরনো ই.সি.এস. নির্দেশের স্থলে নতুন ই.সি.এস. বা এ.ডি .এম বা অন্যান্য স্বয়ংক্রিয় বা অন্যপ্রকার নির্দেশ প্রদান করবেন।

৩) ঋণগ্রহীতা সম্মতি প্রকাশ করছেন যে চেক ফেরৎ হলে চুক্তির ৩(৪) ধারানুসারে ঋণগ্রহীতা বি.এফ.এল কে চেক ফেরৎ জনিত জরিমানা প্রদান করবেন এবং এছাড়াও বিলম্বে কিস্তি প্রদানের জন্য ৩(৪) ধারানুযায়ী জরিমানা প্রদান করতে হবে এবং এ বিষয়ে তপশীল 'খ' -তে বিস্তারিত রূপে বলা আছে।

৪) ঋণচুক্তির অধীনে কোন আর্থিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে মাসিক কিস্তির অর্থ 'বেতন অ্যাকাউন্ট' থেকে কেটে নেবার নির্দেশ প্রদত্ত হয়ে থাকলে যদি বি.এফ.এল. এর অ্যাকাউন্টে বিলম্বে টাকা প্রবেশ করে এবং বি.এফ.এল. এর অনুকুলে দেরিতে কিস্তির অর্থ স্থানান্তরিত হয় তাহলে ঋণগ্রহীতা অতিরিক্ত জরিমানা-সুদ প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন। সুতরাং যে তারিখে ঋণগ্রহীতার বেতন অ্যাকাউন্টে টাকা প্রবেশ করেছে সেই তারিখেই বি.এফ.এল কিস্তির টাকা গ্রহন করছেন বলে গণ্য হবে।

৫) এছাড়াও বি.এফ.এল. এর হাতে এরূপ একান্ত নিজস্ব ক্ষমতা আছে যার বলে আগামী পোষ্ট ডেটেড চেকই.সি.এস. নির্দেশ বা এ.ডি .এম অন্যকে বৈদ্যুতিন নির্দেশ বা অন্যান্য ক্লিয়ারিং নির্দেশ ছাড়া ঋণগ্রহীতাকে ঋণ অনুমোদন করতে পারেন, তবে সেক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতাকে অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, প্রত্যেক কিস্তি প্রদানের তারিখের পূর্বেই তিনি নগদ অর্থ বা ডিম্যান্ড ড্রাফট্ প্রদান করবেন এবং এক্ষেত্রে কোন বিলম্ব বা খেলাপ করবেন না।

৬) যদি কোন কারনে ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক দাখিল করা উক্ত পিডিসি বা ই.সি.এস নির্দেশ বা অন্য কোন বৈদ্যুতিন নির্দেশ ফেরৎ পাঠায় অথবা কোন প্রযুক্তিগত কারনে বা ব্যাঙ্কারের ভুলে ক্লিয়ারিং সমস্যা বা অপযাপ্ত অর্থ অথবা অন্য কোন কারনে ওই নির্দেশ ঋণগ্রহীতার ব্যাঙ্কে না পৌঁছায় এবং অর্থ আদায় না হয় তাহলে বি.এফ.এল. পুনরায় উক্ত পিডিসি বা ই.সি.এস নির্দেশ বা এ.ডি.এস বা অন্যকোন বৈদ্যুতিন নির্দেশ বা অন্যান্য ক্লিয়ারিং নির্দেশ কোনরূপ নোটিশ প্রদান ছাড়াই ঋণগ্রহীতার ব্যাঙ্কে পুনরায় দাখিল করতে পারবেন। যদি এরপরেও বি.এফ.এল টাকা আদায় করতে না পারেন তাহলে ঐ অনাদায়ী টাকা সুদসহ ও অন্যান্য জরিমানা ঋণগ্রহীতার ঋণ অ্যাকাউটের মুল ঋণরাশির সঙ্গে যুক্ত হবে এবং এর জন্য কোন নোটিশ প্রদান করা হবে না। ঋণগ্রহীতা সম্মত ও অবহিত আছেন যে উক্ত সুবিধা (পি.ডি সি বা ই.সি.এস. নির্দেশ বা এ.ডি .এম বা অন্য কোন বৈদ্যুতিন বা অন্যান্য নির্দেশ) কেবলমাত্র ঋণগ্রহীতার অনুরোধের ভিত্তেতে বি.এফ.এল একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বর্ধিত করতে পারেন। এবং ঋণগ্রহীতা চুড়ান্ত রূপে দায়বদ্ধ থাকবেন যে প্রত্যেকটি মাসিক কিস্তির অর্থ কোনরূপ বিলম্ব ব্যাতিরেকে এবং বি.এফ.এল.এর দাবী বা নোটিশ ব্যতিরেকে যথা সময়ে প্রদান করবেন।

৭) যদি উক্ত চেক বা ডেবিট নির্দেশ দাখিলও কার্যকরী করতে গিয়ে বি.এফ.এল কোন সমস্যা বা অসুবিধা বা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন তাহলে বি.এফ.এল এর সন্তুষ্টির জন্য ঋণগ্রহীতা অবিলম্বে ঐ সকল পোষ্ট ডেটেড চেক এবং অথবা ইলেকট্রনিক নির্দেশ চুক্তি এবং অথবা কিস্তি প্রদান জনিত অন্যান্য দস্তাবেজ এর বদলে নতুন করে পোষ্ট ডেটেড চেক বা নির্দেশ চুক্তি এবং অথবা অন্যান্য দস্তাবেজ প্রদান করবেন।

৮) বি.এফ.এল.এর হাতে এরূপ ক্ষমতা আছে যার বলে বি.এফ.এল কোন গ্রাহককে তার কিস্তির কিছু অংশ পোষ্ট ডেটেট চেকের মাধ্যমে ও কিছু অংশ ইসিএস বা এ ডি এম বা ডি.সি.সি বা অন্যকোন বৈদ্যুতিন বা অন্যকোন ক্লিয়ারিং নির্দেশের মাধ্যমে প্রদান করার সুযোগ দিতে পারেন।

৯) কেবলমাত্র ঋণগ্রহীতার নির্ধারিত অনুরোধের ভিত্তিতেই আর্থিক বা ঋণসহায়তা সংক্রান্ত কিস্তি পরিশোধের ক্ষেত্রে উপরোক্ত মাধ্যম অর্থাৎ পোষ্টডেটেড চেক, বৈদ্যুতিন অথবা অন্যান্য ক্লিয়ারিং নির্দেশের মাধ্যমে পরিশোধের সুবিধা প্রদান করা হবে। যদি কোন ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার ব্যাঙ্ক উক্ত সুবিধা অথবা অন্য কোন বৈদ্যুতিন বা অন্যান্য ক্লিয়ারিং নির্দেশ বাতিল করেন সে ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা অতিদ্রুত বি.এফ.এল এর গ্রহন যোগ্য হবে এরূপ পরিশোধ ব্যবস্থাতে প্রবেশ করবেন অথবা কোনরূপ বিলম্ব ছাড়াই অথবা খেলাপ অথবা বি.এফ.এল এর দাবী বা নোটীশ ছাড়াই ঋণগ্রহীতা নগদ অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করবেন।

১০) এছাড়াও বি.এফ.এল. তার একান্ত নিজস্ব বিবেচনা অনুযায়ী ঋণগ্রহীতাকে বিকল্প কোন পরিশোধ মাধ্যমে কিস্তি প্রদানের অনুরোধ করতে পারেন এবং ঋণগ্রহীতা কোনরূপ টালবাহানা বিলম্ব ও আপত্তি ছাড়াই উক্ত অনুরোধ অনুসরন করবেন। ঋণগ্রহীতা ঋণের আবেদন পত্র অথবা কিস্তি পরিশোধ সংক্রান্ত **''নির্দেশ-নির্দশে''** (ম্যানডেট ফর্ম) যে পরিশোধ ব্যবস্থা বা মাধ্যমের উল্লেখ করেছেন বি.এফ.এল. আগামী লিখিত অনুমতি ব্যতীত ঋণগ্রহীতা তা রদ বা বদল করতে পারবেন না এবং ঋণগ্রহীতা এরূপ করে থাকলে তা ফৌজদারী অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে এবং বি.এফ.এল উক্ত খেলাপ জনিত কারনে ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ফৌজদারী তথা দেওয়ানী বিধি অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারবেন।

১২. ঋণগ্রহীতা ও বি.এফ.এল.এর মধ্যে কোন ধরনের বিবাদ বা বিতর্ক দেখা দিলেও ঋণগ্রহীতা কখনোই অর্থ প্রদান বন্ধকরতে পারবেন না বা বিলম্বে প্রদান করার অধিকারী হবেন না এবং বি.এফ.এল. ঋণগ্রহীতার ব্যাঙ্কের নিকট পোষ্ট ডেটেড চেক প্রদানের জন্য দাখিল করবেন বা ই. সি.এস নির্দেশ বা এ.ডি.এস. বা অন্য কোন বৈদ্যুতিন বা অন্য কোন ক্লিয়ারিং নির্দেশ কার্যকরী করবেন।

১৩. যদি কোন কারনে বি.এফ.এল ঋণগ্রহীতার দেওয়া পোষ্টডেটেড চেক বা ই.সি.এস. নির্দেশ বা এ.ডি.এস. বা অন্যকোন বৈদ্যুতিন বা অন্যান্য মাধ্যমের নির্দেশ সময় মতো ঋণগ্রহীতার ব্যাঙ্কে দাখিল না করেন বা অন্য কোন কারণ দাখিল করা সম্ভব না হয় তাহলে বিলম্বে প্রদান জনিত কারনে ঋণগ্রহীতা সম্পূর্ন দায়বদ্ধ থাকবেন। বি.এফ.এল. কোন অবস্থাতেই উক্ত চেকই.সি.এস নির্দেশ বা এ.ডি .এম বা অন্য বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বা অন্য কোন প্রকারের নির্দেশ ভাঙানো বা নগদের রূপান্তর করতে না পারার জন্য দায়ী হবেন না, প্রত্যেক মাসের সংশ্লিষ্ট কিস্তির অর্থ প্রদানে যাতে কোনরূপ বিলম্ব না ঘটে বা বিচ্যুতি না ঘটে তার দেখা দায়িত্ব সম্পূর্ন রূপে ঋণগ্রহীতার নিজের।

১৪. বি. এফ. এল. কে দেওয়া ঋণগ্রহীতার যাবতীয় কিস্তির অর্থ থেকে কোন রূপ ব্যবকলন হবে না এবং শুধুমাত্র বকেয়া রাশি আদায়ের কাজে ব্যবহৃত হবে।

১৫. ঋণগ্রহীতা কর্তৃক প্রদত্ত কোন অগ্রিম কিস্তি এবং অথবা জামানত অর্থ বা প্রাথমিক প্রদত্ত অর্থ সমন্বয় সাধণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে বি. এফ. এল. এর সম্পূর্ণ অধিকার থাকবে, যা বিস্তারিত রূপে তপসিল-ঘ-তে উল্লিখিত হয়েছে এবং কখন কি ভাবে সমন্বয় করবেন তা বি.এফ.এল. এর একান্ত নিজস্ব অধিকার।

১৬. কোন বিলম্বে প্রদানের ক্ষেত্রে, এই চুক্তির অন্তর্গত বি.এফ.এল. এবং অন্যান্য সকল প্রকার অধিকার নির্বিশেষে -

(ক) বি.এফ.এল. তপশীল-ক এবং খ-তে বর্ণিত সকল প্রকার অর্থ আদায়ের অধিকারী থাকবেন।

(খ) কোন ঋণের আর্থিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে যদি কিস্তির অর্থ ঋণগ্রহীতার বেতন এ্যাকাউন্ট থেকে কেটে নেওয়ার বন্দোবস্ত হয় সেক্ষেত্রে উক্ত বেতন এ্যাকাউন্ট থেকে বি.এফ.এল. এর এ্যাকাউন্টে বিলম্বে অর্থ স্থানান্তর করলে অথবা ঋণগ্রহীতার বেতন এ্যাকাউন্টে তার নিয়োগ কর্তা বিলম্বে অর্থ প্রদান করে থাকলেও বিলম্বজনিত জরিমানা ধার্য্য হবে।

(গ) ঋণগ্রহীতা কর্তৃক বি.এফ.এল. এর অনুকূলে কোন অর্থ প্রদত্ত হলে প্রথমে ঐ অর্থ থেকে বিলম্বে প্রদান জনিত জরিমানার অর্থ সমন্বয় সাধন করা হবে এবং তারপর বাকি অর্থ কিস্তি পরিশোধের কাজে ব্যবহৃত হবে।

১৭. চুক্তি অনুযায়ী বি.এফ.এল.-কে সকল প্রদেয় অর্থ পরিশোধ অথবা সম্পূর্ণ ঋণ শোধ ব্যতীত ঋণগ্রহীতার হাতে চুক্তি বাতিল করার কোনরূপ অধিকার থাকবে না।

১৮. চুক্তিতে যা কিছুই বিবৃত থাক না কেন কিস্তি সমূহ, অনুমোদিত ঋণের বকেয়া অর্থরাশি, সুদ, অতিরিক্ত সুদ, ফি, ব্যয়, স্ট্যাম্প ডিউটি এবং ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক বি.এফ.এল. কে প্রদেয় যাবতীয় অর্থ সমূহ এবং অথবা উক্ত অনুমোদিত ঋণসংক্রান্ত (এতদপর যা ঋণ গ্রহীতার বকেয়া হিসাবে বিবেচিত) সমস্ত অর্থরাশি ঋণগ্রহীতা বি.এফ.এল.-কে প্রদান করবেন। যে কোন সময় বি.এফ.এল. তার একান্ত নিজস্ব বিবেচনাধীনে এবং কোনরূপ কারণ না দর্শিয়ে ঋণগ্রহীতাকে সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করার জন্য নির্দেশ দিতে পারে এবং এই নির্দেশ প্রদানের ৭ দিনের মধ্যে ঋণগ্রহীতা কোনরূপ বিলম্ব, টালবাহনা অথবা প্রতিবাদ অথবা নোটিশের দাবী ছাড়াই উক্ত অর্থ বি.এফ.এল.-কে পরিশোধ করবেন।

১৯. ডিলার বা উৎপাদন সংস্থা বা বিক্রেতা বা সম্পন্ন সংস্থা কর্তৃক পণ্য দ্রব্য সরবরাহ অথবা ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক উক্ত পণ্য গ্রহণ করা অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতাই সম্পূর্ণরূপে দায়বদ্ধ থাকবেন। উক্ত পণ্য বিলম্বে প্রদান করা হলে বা প্রদান না করা হলে বি.এফ.এল. কোন অবস্থাতেই দায়ী থাকবে না এবং অথবা পণ্য দ্রব্যের গুণমান, অবস্থা, গুণগত যোগ্যতা, দক্ষতা, উপযুক্ততা, বহিরঙ্গের রঙ অথবা পণ্য সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে বি.এফ.এল. দায়বদ্ধ থাকবে না।

২০. পণ্য দ্রব্যের মূল্য কোন কারণে হ্রাস বা বৃদ্ধি পেলে অনুমোদিত ঋণের আসল রাশির হ্রাস বা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে ঋণগ্রহীতার কোনরূপ অধিকার থাকবে না।

২১. চুক্তির মেয়াদ চলাকালীন ঋণগ্রহীতা নিম্নলিখিত কর্তব্যসমূহ পালন করবেন ঃ

(ক) চুক্তির অধীন সমস্ত দায়বদ্ধতা ও শর্তসমূহ পালন ও সম্পাদন।

(খ) কোনরূপ বিলম্ব এবং বিচ্যুতি ছাড়াই সময়মত বি.এফ.এল.-কে কিস্তির অর্থ প্রদান সম্পর্কে নিশ্চিত করা এবং বি.এফ.এল. কর্তৃক দাখিল করা চেক ভাঙানো বা ই.সি.এস. বা অন্য কোন বৈদ্যুতিন অথবা অপর কোন ক্লিয়ারিং ব্যবস্থার মাধ্যমে সময়মত কিস্তির অর্থপ্রদান নিশ্চিত করা। ঋণগ্রহীতার কর্তব্য হল কিস্তি বাবদ অর্থ তার অ্যাকাউন্ট থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করা এবং নিশ্চিত করা এবং যদি কোন কারণে দেখা যায় যে বি.এফ.এল. ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্ট থেকে কিস্তি বাবদ অর্থ কাটেনি, তাহলে ঋণগ্রহীতা কিস্তি প্রদান তারিখ থেকে ৩ দিনের মধ্যে বি.এফ.এল.-কে লিখিতরূপে জানাবেন। এবং উক্ত লিখিত তথ্য বা পত্র নিবন্ধীকৃত ডাকে বাজাজ ফাইনান্স লিমিটেড, আকুরদি, মুম্বাই - পুণে রোড, পুণে - ৪১১ ০৩৫ এই ঠিকানায় পাঠাবেন এবং ইহা নিশ্চিত করবেন যে, কোনরূপ বিলম্ব ছাড়া বা নোটিশ প্রদান ছাড়াই ঋণ গ্রহীতা ই.এম.আই. বাবদ অর্থ বি.এফ.এল. এর অ্যাকাউন্টে প্রদান করবেন।

গ) ক্রীত পণ্য উত্তম ও উপযুক্তরূপে রক্ষণা বেক্ষণ করবেন। এবং ইহা নিশ্চিত করবেন যে, সকল প্রকার লাইসেন্স, ট্যাক্স, বীমা, অনুমতি, অনুমোদন সম্মতি এবং ছাড়পত্র ইত্যাদি আইনত বৈধ এবং উক্ত বৈধতা বর্তমানে বিদ্যমান।

ঘ) ঋণগ্রহীতার ঠিকানা বা মোবাইল নম্বর পরিবর্তিত হলে অতি সত্বর ঋণগ্রহীতা ঐ ঠিকানা ও নম্বর বি.এফ.এল. নিবন্ধীকৃত অফিস বা মুখ্য অফিসে বা ''বাজাজ ফাইনান্স লিমিটেড, আকুরডি, মুম্বাই-পুণে রোড, পুণে-৪১১ ০৩৫''-এ নিবন্ধীকৃত করবেন।

ঙ) ঋণগ্রহীতার চাকুরী, ব্যবসা বা পেশার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে বি.এফ.এল. এর মুখ্য বা নিবন্ধীকৃত অফিস ''বাজাজ ফাইনান্স লিমিটেড, আকুরদি, মুম্বাই-পুণে রোড, পুণে-৪১১ ০৩৫''-এ নিবন্ধীকৃত ডাকের মাধ্যমে লিখিতরূপে বিজ্ঞাপিত ও নথিভূক্ত করবেন। যদি ঋণগ্রহীতা স্বনিযুক্তি পেশায় নিযুক্ত থাকেন তাহলে বিভিন্ন সময়ে তার অর্থনৈতিক অবস্থা ও আয় সম্পর্কে নিয়মিত ভাবে বি.এফ.এল.-কে অবহিত করবেন অথবা বি.এফ.এল. যেমন ভাবে বলবে তেমনভাবে অবহিত করবেন। যদি ঋণগ্রহীতা একক চূড়ান্ত ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ব্যবসায়ী হন তাহলে ঐ তথ্য এবং অথবা বি.এফ.এল. এর প্রয়োজনী নথিপত্র সময়মতো বি.এফ.এল. এর নিকট প্রদান করবেন।

চ) ঋণগ্রহীতা অথবা তার প্রতিনিধি কর্তৃক কোন পণ্য দ্রব্য ব্যবহার করাকালীন কোন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বি.এফ.এল. কে কোনরূপ আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ বা মামলা করতে হলে বা বি.এফ.এল. এর কোনরূপ ক্ষতি হলে বা কোন তৃতীয় পক্ষের দাবী পূরণ জনিত কারণে ক্ষতির সম্মুখীন হলে ঋণগ্রহীতা বি.এফ.এল. কে ঐ ক্ষতিপূরণ করবেন।

ছ) যদি চুক্তির অন্তর্ভূক্ত পণ্য আওতাভূক্ত করতে গিয়ে বি.এফ.এল. কোনরূপ খরচ বা ব্যয় করতে হয় অথবা চুক্তি সম্পাদনে, ঋণ অনুমোদনে ও চুক্তির শর্ত বলবৎ করণে কোন খরচ বা কর প্রদান করতে হয় তাহলে ঋণগ্রহীতা বি.এফ.এল. কর্তৃক উক্ত খরচ বা কর সংক্রান্ত অর্থ ফেরত দেবেন।

জ) কোন পণ্য দ্রব্য অবৈধ উদ্দেশ্যে বা অসামাজিক কাজে ব্যবহার করবেন না।

ঝ) বি.এফ.এল. এর লিখিত অনুমতি ব্যতীত পণ্য দ্রব্য রাজ্যের বাইরে যাবে না (যদি পণ্য দ্রব্য কোন যানবাহন হয় এবং যানবাহন যে রাজ্যে নথিভূক্ত হয়েছে)।

ঞ) ক্ষতিকারক এমন কোন কার্য করবেন না যাতে উক্ত পণ্য আইনী পদক্ষেপে বা সরকারী কর্তৃপক্ষ বা সরকারী দপ্তরের নিকট দায়বদ্ধ হয়ে পড়ে বা আটকে থাকে।

ট) উক্ত পণ্য এমন কোন কাজে ব্যবহার করবেন না বা কাউকে ব্যবহার করার অনুমতি দেবেন না, যার বীমা সংস্থার চুক্তি ও শর্তের বিরোধী হয় এবং যার ফলে বীমার পলিসি বাতিল হয়ে যায়।

ঠ) উক্ত পণ্য লেনদেন ও ব্যবহারের জন্য বর্তমান ও ভবিষ্যতে প্রযোজ্য সকল প্রকার কর, হার, শুল্ক, জরিমানা এবং অন্যান্য দায় ও বাধ্যবাধকতা ইত্যাদি ঋণগ্রহীতা নিজে প্রদান ও বহন করবেন।

ড) বৈধ সময়ের মধ্যে ঋণগ্রহীতা বি.এফ.এল. বা তার প্রতিনিধিকে দিয়ে উক্ত পণ্যের বর্তমান অবস্থা ও নথিপত্র সমূহ পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করাবেন এবং অথবা ঐরূপ পর্যবেক্ষণ বা পরিদর্শনে বি.এফ.এল. কে বা তার অনুমোদিত যোগ্য প্রতিনিধিকে নথি ও দস্তাবেজ সমূহ দেখাবেন বা জমা করবেন।

ঢ) বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী বি.এফ.এল. এর পক্ষে অনুমোদিত ঋণ ও পণ্যদ্রব্য সংক্রান্ত অর্থ পরিশোধের জন্য যে সমস্ত কার্য যথাযথ ও সময়মতো পালন করতে হবে তা ঋণগ্রহীতা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন।

ণ) ঋণগ্রহীতার অধিকার ভুক্ত পণ্য দ্রব্যটি কোন অবস্থাতেই ঋণগ্রহীতা অন্য কোথাও সম্পূর্ণ বা আংশিক গচ্ছিত রাখবেন না বা গচ্ছিত রাখার চেষ্টা করবেন না, বিক্রয় করবেন না বা বিক্রয় করার চেষ্টা করবেন না এবং ঐ পণ্যের উপর কোন বাধার সৃষ্টি করবেন না, হস্তান্তর করবেন না বা অন্য কোন প্রকারে লেনদেন করবেন না অথবা ঐরূপ কোন ভুল কাজ করবেন না যাতে বি.এফ.এল. এর পক্ষে পণ্য সংক্রান্ত আর্থিক সুরক্ষা বিঘ্নিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ত) নির্ধারিত প্রদান তারিখে কিস্তি প্রদানে কোনরূপ বিলম্ব বা বিচ্যুতি করবেন না অথবা বকেয়া রাখবেন না।

থ) চুক্তি অনুয়ায়ী ঋণগ্রহীতার প্রতিশ্রুত কিস্তি প্রদানে ব্যর্থ হওয়ার কারণে বি.এফ.এল. পণ্য দ্রব্য নিজ অধিকারে নিতে চাইলে ঋণগ্রহীতা কোনরূপ বাধা প্রদান করবেন না।

দ) যেসব ক্ষেত্রে আবেদনকারী আবেদনপত্র জমা দেবার সময় পণ্য দ্রব্যের বিস্তৃত বিবরণ (যেমন ইঞ্জিন নং বা চ্যাসিস নং বা ক্রমিক সংখ্যা বা নিবন্ধীকরণ সংখ্যা ইত্যাদি যা আবেদনপত্রে নির্ধারিত আছে) দিতে পারবেন না সেইসব ক্ষেত্রে পণ্য দ্রব্য হাতে পাওয়ার ৫ দিনের মধ্যে ঋণগ্রহীতা বি.এফ.এল. এর নিকট উক্ত বিবরণ সম্বলিত কাগজপত্র জমা করবেন, অথবা পণ্যদ্রব্য হাতে পাওয়ার অব্যবহিত পরে উক্ত বিবরণ (গাড়ীর নিবন্ধীকরণ সংখ্যা) সহ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিবন্ধীকরণ প্রমাণ পত্র, কর সংক্রান্ত সংশাপত্র এবং বীমা পলিসির কাগজ বি.এফ.এল. এর নিকট জমা করবেন।

ধ) ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট রোড ট্রান্সপোর্ট আধিকারিক নিকট উক্ত পণ্য নিবন্ধীকৃত করাবেন এবং আর.টি.এ. বা বাজাজ অটো লিমিটেডের অনুমোদিত ডিলার এর নিকট থেকে উক্ত পণ্যের (যানবাহন) মূল নিবন্ধীকরণ, প্রমাণপত্র সংগ্রহ করে বাজাজ ফাইনান্স লিমিটেডের নিকট জমা করবেন। ঋণগ্রহীতা পণ্যদ্রব্যের বিল হাতে পাওয়ার ১০ দিনের মধ্যে উপযুক্ত নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট নিবন্ধীকৃত করাবেন এবং উক্ত নিবন্ধীকৃত প্রমাণপত্রের একটি সংশায়িত কপি বি.এফ.এল. এর নিকট জমা করবেন। সংশ্লিষ্ট নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে প্রাপ্য নিবন্ধীকরণ পত্রে পরিস্কার ভাবে উল্লেখ করা থাকবে যে, ''উক্ত পণ্য সম্পূর্ণরূপে বি.এফ.এল. এর নিকট দায়বদ্ধ বা গচ্ছিত থাকবে''। যেসব ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা প্রযোজ্য হবে (যেমন - বাণিজ্যিক যানবাহন বা ভাড়াখাটানো যানবাহনের ক্ষেত্রে), সেসব ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে সমস্ত প্রকার প্রয়োজনীয় অনুমতি বা লাইসেন্স বা উপযুক্ততার প্রমাণপত্র গ্রহণ করবেন, যাতে নিবন্ধীকরণ এলাকার এক্তিয়ার অনুযায়ী অথবা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মধ্যে যানবাহন চালাতে পারেন। বি.এফ.এল. এর নিকট থেকে বিস্তারিত বিবরণ (নথিভূক্তকরণ সংখ্যা ও নিবন্ধীকরণ প্রমানপত্র সহ) সম্বলিত অনাপত্তিপত্র (এন. ও. সি.) (৩৫ নং নিদর্শে) সংগ্রহ করা ঋণগ্রহীতার দায়িত্ব (অথবা যতক্ষণ না উক্ত বিবরণ দাখিল করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত অনাপত্তিপত্র প্রদত্ত হবে না) এবং ঋণগ্রহীতা উক্ত অনাপত্তি পত্র নিবন্ধীকৃত ডাকযোগে বি.এফ.এল. এর নিবন্ধীকৃত অফিস বাজাজ ফাইনান্স লিমিটেড, আকুরদি, মুম্বাই-পুণে রোড, পুণে-৪১১ ০৩৫, মহারাষ্ট্র-এ প্রেরণ করবেন।

ন) চুক্তি অনুযায়ী যে ক্ষেত্রে ঋণ সুবিধা আগাম বন্ধ করতে চান বা নিয়মানুযায়ী যথা সময়ে বন্ধ করতে চান সেইসব ক্ষেত্রে আগাম বন্ধ বা যথাসময়ে বন্ধ করার ৭ দিনের মধ্যে ঋণগ্রহীতা বি.এফ.এল. এর নিকট রাখা বন্ধক বা দায়গ্রস্ত দলিল দায়মুক্ত অবস্থায় প্রত্যাহার করবেন এবং নিবন্ধীকরণ প্রমাণপত্রে নাম কাটাবেন এবং অথবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থাকা সমস্ত দলিল ও দস্তাবেজে ঋণগ্রহীতার নাম কাটাবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ নিবন্ধীকরণ প্রমাণপত্রের একটি সংশায়িত কপি গ্রহণ করবেন (যাতে দায়মুক্তির প্রয়োজনীয় স্বাক্ষর লিপিবদ্ধ থাকবে) এবং অথবা উহা বি.এফ.এল. এর নিবন্ধীকৃত অফিস বাজাজ ফাইনান্স লিমিটেড আকুরদি, মুম্বাই-পুনে রোড, পুনে - ৪১১০৩৫, মহারাষ্ট্র-তে নিবন্ধীকৃত ডাকে পাঠান।

প) চুক্তি চলাকালীন যথা সময়ে উপযুক্ততার প্রমানপত্র ও বীমাপত্র (সম্পূর্ন আওতাভূক্ত)নবীকরন করার বিষয় সুনিশ্চিত করবেন।

২২. **জামানতকারী** বা **সহ-ঋণগ্রাহক** বা **সহ-আবেদনকারী নিশ্চিত করছেন যেঃ-**

১. বি.এফ.এল.এর নিকট এই চুক্তির অর্ন্তভূক্ত ঋণগ্রহীতার দায়মুক্তি ও পরিশোধ সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধতা সমূহ চুক্তির তপসীলঅনুসারে নির্দিষ্ট।

২. চুক্তির অর্ন্তভূক্ত (ধারা ২৪ অনুসারে) কোন খেলাপ ঘটলে ঋণগ্রহীতা কোনরূপ টালবাহানা অথবা প্রতিদান বা আপত্তি ছাড়াই ঋণগ্রহীতা দ্রুত যাবতীয় দায়বদ্ধতা সংক্রান্ত পরিশোধ প্রদান করবেন ও দায়মুক্ত হবেন এবং বি.এফ.এল. কর্তৃক প্রদত্ত প্রবর্ধিত ঋণসহ ও অন্যান্য অর্থ এবং ঋণগ্রহীতার দায় পরিশোধ করবেন।

৩. ঋণগ্রহীতা চুক্তির সমস্ত শর্ত ও অবস্থা যথার্থ রূপে পালন করবেন।

ক) জামানতকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদক এতদ্বারা প্রকাশ্যে সম্মতি দিচ্ছেন যে, জামানতকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদক কর্তৃক কোন খেলাপের জন্য আইনী পদক্ষেপ বরতে বি.এফ.এল.এর পক্ষ থেকে লিখিত এরূপ কোন প্রমান যা জামানতকারী বা সহঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদকের ঠিকানাই প্রেরিত হয়েছে তা প্রয়োজন হবে না (চুক্তির তপসীলে বিস্তারিত রূপে বলা হয়েছে)। যে কোন সময় জামানতকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদক এর নিকট বকেয়া অর্থের কথা উল্লেখ করে বি.এফ.এল এর কোন অধিকারিকের স্বাক্ষর করা করা শংসাপত্র প্রদান করা কাগজই জামানতকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদকের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহনের পক্ষে যথেষ্ট।

খ) কোন নিয়ন্ত্রন অতবা শর্ত এবং ঋণগ্রহীতা বা অন্য কোন ব্যাক্তি কতৃক উত্থাপিত আপত্তি ছাড়াই বি.এফ.এল.এর প্রথম দাবী অনুযায়ী জামানতকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদক অর্থ প্রদান করবেন। জামানতকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদক এর পক্ষে বি.এফ.এল. এর নিকট থেকে উক্ত জামানত এর যর্থাথতা সম্পর্কে কোনরূপ যাচাই বা আবেদন করা প্রয়োজন হবে না এবং কোন প্রদান জনিত ক্ষেত্রে জামানতকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদক বি. এফ. এল. এর নিকট কোনরূপ আবেদন জানাতে পারবেন না।

গ) জামানতকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদক এতদ্বারা প্রকাশ্যে সম্মত থাকছেন যে, এই '**জামানত**' একটি সন্তত: জামানত, অর্থাৎ ইহা চালু থাকবে যতক্ষন না চুক্তি অনুযায়ী ঋণগ্রহীতার দায়মুক্তি ঘটছে অর্থাৎ ঋণ সহ সনস্ত দেনা- পাওনা সম্পূর্নরূপে পরিশোধ হওয়ার পর বি.এফ.এল এর অনাপত্তি পত্র বা ''কোন বকেয়া নেই'' এই মর্মে সংশাপত্র প্রদান করছেন। ঋণগ্রহীতার ঋণসংক্রান্ত দায়সমূহ যুগ্মভাবে ও পৃথকভাবে জামানতকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতার উপর সমানভাবে বর্তাবে।

ঘ) জামানতকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী প্রকাশ্যে সম্মতি প্রকাশ করছেন যে, জামানত কার্যকরী ও ফলপ্রসু করার জন্য ঋণগ্রহীতার সহিত সমানভাবে বা যুগ্মভাবে তিনি বা তাঁরা দায়বদ্ধ থাকবেন। জামানতের বিধি বা বিধান অনুসারে সমস্ত প্রকার বকেয়া রাশি পরিশোধের ক্ষেত্রে বি.এফ.এল এর নিকট ঋণগ্রহীতার সঙ্গে জামানতকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী গণও যুগ্মভাবে ও পৃথকভাবে সমান রূপে দায়বদ্ধ থাকবেন।

ঙ) জামানতাকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী এতদ্বারা প্রকাশ্য রূপে সম্মত আছেন যে,বি.এফ.এল. এর নিকট ঋণগ্রহীতার ঋণসংক্রান্ত সকল প্রকার দায়বদ্ধতা চুড়ান্ত ও সম্পূর্নরূপে নি:শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং বি.এফ.এল কর্তৃক চুক্তির শর্তানুযায়ী ''অনাপত্তিপত্র'' বা ''কোন বকেয়া নেই'' এই মর্মে শংসাপত্র প্রদান না করা পর্যন্ত তারা কোন সময়ে কোন ভাবেই দায় এড়াতে পারবেনা।

চ) জামানতাকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী স্বীকার করেছেন যে, ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধ করতে না পারার কারনে বি.এফ.এল কর্তৃক ঋণগ্রহীতাকে ডেকে পাঠানো বা তার বিরুদ্বে কোন আইনী পদক্ষেপ গ্রহন করা ইত্যাদি নির্বিশেষে জামানতাকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী বি.এফ.এল কর্তৃক পরিশোধ সংক্রান্ত দাবীপত্র প্রেরন করার সঙ্গে সঙ্গে জামানতকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী ঐ দাবী পূরণ করে দায়মুক্ত হবেন।

ছ) জামানতাকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী এতদ্বারা সম্মত আছেন যে চুক্তি অনুযায়ী ঋণগ্রহীতা তার ঋণ-সংক্রান্ত দায়বদ্ধতা প্রতিপালনে ব্যর্থ হলে এবং ঐ ব্যার্থতার কারনে উদ্ভুত সকল প্রকার ক্ষয়, ক্ষতি, জরিমানা, ব্যয় **(তৎসহ অসীমিত ক্ষেত্র পর্যন্ত মোক্তর ফি)** বাবদ অর্থ বি.এফ.এল কে ক্ষতি পূরন হিসাবে প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন।

জ) জামানতাকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী স্বীকার ও সম্মতি প্রকাশ করছেন যে, চুক্তির অনুযায়ী জামানত সংক্রান্ত নিরাপত্তা সুনিশ্চিত ও বলবৎ করার জন্য বি.এফ.এল এর হাতে এরূপ অধিকার থাকবে যার বলে বি.এফ.এল. ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ **(আইনী অথবা অন্যরূপে)** গ্রহনের পূর্বে, গ্রহনের সময় বা পদক্ষেপ গ্রহনের পরে বা একই সাথে জামানতাকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারীর বিরুদ্ধে **(আইনী** বা **অন্য কোন)** ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারবেন।

ঝ) জামানতাকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত নিশ্চয়তা ভারতীয় আইন অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা হবে।

ঞ) জামানতাকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী এতদ্বারা অঙ্গীকার করছেন যে জামানতাকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য বা যে কোন তথ্য বি.এফ.এল অন্য কারোর নিকট প্রকাশ করতে পারার অধিকারী হবেন এবং ঐ সমস্ত তথ্য যে কোন ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো বা কোন ব্যক্তি বা গোষ্টীর নিকট নিজেদের মতো করে প্রকাশ বা প্রেরণ করতে পারবেন এবং তারা আরো সম্মতি প্রকাশ করছেন যে, ঐ সব তথ্য প্রকাশ করে দেবার জন্য তারা কোনরূপ বিবাদ বা বিতর্কের সূচনা করবেন না। জামানতাকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী বি.এফ.এল এর নিকট আরো জানাচ্ছেন যে, বি.এফ.এল কোন'' ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো'' বা অন্য কোন ব্যাক্তি বা গোষ্টীর নিকট জামানতাকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারীর নাম প্রকাশ বা ব্যবহার করতে পারবেন এবং বি.এফ.এল যেমন উপযুক্ত মনে করবেন সেই ভাবে তাদের ঋণ দায়বদ্ধতা ইত্যাদির ও জানাতে বা ব্যবহার করতে পারবেন এবং জামানতাকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী অঙ্গীকার করছেন যে, উক্ত তথ্য প্রকাশে তারা কোন বিবাদ বা বিতর্কের সূত্রপাত করবেন না। তারা আরো অঙ্গীকার করছেন যে, ঋণগ্রহীতা যাতে সময়মতো বি.এফ.এল কে সমস্ত ঋণ কোনরূপ বিলম্ব বা বিচ্যুতি ছাড়াই পরিশোধ করবেন তা ত্বরান্বিত ও দেখভাল করা জামানতাকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারীর একান্ত দায়িত্ব। এ বিষয়ে বি.এফ.এল কোনরূপ **(লিখিত** বা **মৌখিক)** নোটিশ জামানতাকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারীর নিকট প্রেরনা বা প্রদান করবেন না এবং জামানতাকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী এই মর্মে সম্মতি প্রকাশ করছেন।

ট) জামানতাকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী সম্মত আছেন যে, তারা চুক্তির অন্তভূক্ত ২৬ নম্বর সালিস ধারা সমূহ মেনে চলতে বাধ্য এবং জামানতকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী সালিসি আদালতের রায়সমূহ সম্পূর্নরূপে নেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

ঠ) জামানতাকারী বা সহ-আবেদনকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা কর্তৃক প্রদত্ত নিশ্চয়তা বা জামানত চুক্তি সম্পাদনের দিন থেকে কার্যকরী হবে **(চুক্তির তপশীলে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিয়রূপে বলা আছে)** এবং ঋণগ্রহীত ও জামানতাকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী কর্তৃক চুক্তিভুক্ত যাবতীয় ঋণের অর্থ, সুদ, ও অন্যান্য খরচ প্রদেয় বকেয়া সম্পূর্ন পরিশোধ করার পর এবং ঋণগ্রহীতা বা জামানতাকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারীর সহিত বি.এফ.এল এর এবিষয়ে চুড়ান্ত ও সম্পূর্ন বন্দোবস্ত হওয়ার পর উক্ত জামানত দায়মুক্তকা শেষ হবে।

ড) বি.এফ.এল এর নিকট জামানতাকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী বা কর্তৃক প্রদত্ত জামানত বা নিশ্চতা কোন ব্যক্তিগত বিষয় নয়। ইহা বি.এফ.এল. কর্তৃক সম্পূর্ণ বা আংশিক রূপে যে কোন ব্যক্তিকে বা ঋণগ্রহীতাকে প্রদত্ত স্বত্ব হস্তান্তর স্বরূপ ।

ঢ) এই চুক্তি অনুযায়ী জামানতকারী বা সহ ঋণগ্রহীতা বা সহ আবেদনকারীকে কোন নোটিশ প্রেরনে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করলে তা বৈধ ও যথার্থরূপে প্রেরন করা হয়েছে বলে গণ্য হবে।
বি.এফ.এল-এর নিকট জমানতকারী বা সহ ঋণগ্রহীতা বা সহ আবেদনকারীর যে ঠিকানা উপলব্ধি আছে, অথবা সর্বশেষ প্রাপ্ত ঠিকানা বা তাদের ব্যবসায়িক স্থানের ঠিকানা অথবা ব্যক্তিগত ঠিকানা। সাধারণ ডাকে পাঠানো ঐ সমস্ত নোটিশ প্রেরনের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে জমানতাকারীগণ বা সহ ঋণগ্রহীতা বা সহ আবেদনকারীর প্রাপ্তি স্বীকার করেছেন বলে ধরা হবে এবং জমানতকারীগণ বা সহ আবেদনকারী বা সহ ঋণগ্রহীতা উক্ত প্রাপ্তির বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করেছেন বলে ধরে নেওয়া হবে।

২৩. **বীমা**

ক) পণ্য দ্রব্যের (সম্পূর্ন) বীমাকরন সহ সময় মতো উহার নবীকরন করার বিষয়ে ঋণগ্রহীতা সম্পূর্নরূপে দায়বদ্ধ থাকবেন এবং উহার সমস্ত রকম ঝুকি বীমাকৃত করাবেন ও নিরাপদ রাখবেন এবং কোনরূপ বিলম্ব ছাড়াই ঋণ চালু থাকাকালীন বীমাসংক্রান্ত বিষয়ে লক্ষ রাখবেন। যদি কোন সময়ে কোন দূর্ঘটনা বশতঃ উহা ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাহলে কোন অবস্থাতেই বি.এফ.এল. উক্ত বীমা করন সম্পর্কে বা কোন তৃতীয়পক্ষের দাবীর বিষয়ে দায়বদ্ধ থাকবেন না। যেখনে ঋণগ্রহীতা চুক্তি চলাকালীন বি.এফ.এল এর মাধ্যমে কোন গোষ্ঠীবীমার সাহায্যে প্রিমিয়াম প্রদানের সুযোগ গ্রহন করেন বি.এফ.এল কেবল সেই সব ক্ষেত্রেই সহায়তা দেবেন এবং কেবলমাত্র ঋণগ্রহীতার বি.এফ.এল.কে প্রিমিয়াম বাবদ অর্থ প্রদান বরলে বি.এফ.এল ঐরূপ সহায়তা দেবেন। বীমা বিষয়ে বি.এফ.এল তার কোন ভুলের জন্য দায়বদ্ধতা সম্পর্কে অঙ্গীকার বা স্বীকার করছেন না অথবা দূর্ঘটনা জনিত তৃতীয়পক্ষ দাবীর বিষয়েও দায়স্বীকার করছেন না।

খ) ঋণগ্রহীতার মৃত্যুজনিত ক্ষেত্রে, ঋণগ্রহীতার মনোনীত ব্যাক্তি বা বৈধ উত্তরাধিকারী এতদ্বারা সম্মতি প্রকাশ করছেন যে,তারা প্রয়োজনী কাগজপত্রে স্বাক্ষর করবেন এবং দাবীর আবেদন পত্র যথাযথ পুরন করে বীমা কর্তৃপক্ষের নিকট কোনরূপ বিলম্ব টালবাহানা অথবা প্রতিবাদ ছাড়াই জমা করবেন এবং বীমা কোম্পানীকে ছাড়পত্র প্রদান করে জানাবেন যে বীমার দাবীকৃত অর্থ প্রথমে বি.এফ.এল এর নিকট দায়বদ্ধ ঋণ পরিশোধের জন্য বি.এফ.এল কে প্রদান করবেন এবং বি.এফ.এল এর ঋণের পূর্ণ ও চুড়ান্ত বন্দোবস্ত হবার পর অবশিষ্ঠ অর্থ ঋণগ্রহীতার মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারী ফেরত দেবেন। বি.এফ.এল কে সরাসরি বীমার অর্থ প্রদান করার জন্য ঋণগ্রহীতা বীমা কোম্পানী বা বি.এফ.এল এর নিকট কোনরূপ প্রতিবাদ বা আপত্তি জানাবেন না। বীমার অর্থ বি.এফ.এল এর হাতে হস্তান্তরিত করার পর ঐ অর্থে যদি অটো ঋণচুক্তির অর্থ সম্পূর্ন পরিশোধ না হয় তাহলে ঋণগ্রহীতার মনোনীত ব্যক্তি বা বৈধ উত্তরাধিকারী কোনরূপ বিলম্ব, টালবাহনা বা প্রতিবাদ ছাড়াই ঋণের অবশিষ্ঠ অংশ বি.এফ.এল কে পরিশোধ করে দেবেন।

গ) যদি কোন কারনে পণ্য দ্রব্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় অথবা হারিয়ে যায়, চুরি যায় বা ধবংসপ্রাপ্ত হয় এবং যদি ঐরূপ ঝুঁকি বীমার আওতাভূক্ত হয় অথবা যদি ঋণগ্রহীতার অবহেলা বা ভুল কাজের জন্য বা অন্য কোন ঘটনার জন্য ঐরূপ কাজ হয়ে থাকে তাহলে ঋণগ্রহীতা অতিদ্রুত ঘটনাসমূহ বি.এফ.এল এর নিবন্ধীকৃত অফিস **'বাজাজ ফাইনান্স লিমিটেড'**, আকুরদি, মুম্বাই-পুনে-৪১১০৩৫, মহারাষ্ট্র এই ঠিকানাই নিবন্ধীকৃত ডাকের মাধ্যেমে অবহিত করবেন এবং এছাড়া উক্ত ক্ষয় ক্ষতি বা চুরির ঘটনাসমূহ ৪৮ ঘন্টার মধ্যে বীমা কোম্পানীকে জানাবেন। এছাড়াও ঐরূপ ক্ষয় ক্ষতি চুরি অথবা ধবংস জনিত ঘটনার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ঋণগ্রহীতা অতিদ্রুত পুলিশ কর্তৃপক্ষের নিকট অথবা আইন অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট করবেন অথবা এফ.আই.আর. লাগু করবেন।

ঘ) যদি পণ্য দ্রব্য হারিয়ে যায়, চুরি যায়, ক্ষতিগ্রস্ত অথবা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় সেক্ষেত্রে বি.এফ.এল এর প্রথম অধিকার বা ক্ষমতা থাকবে যার সাহায্যে বি.এফ.এল কর্তৃক অনুমোদিত সম্পূর্ন ঋণ এবং অন্যান্য বকেয়া এবং ভবিষ্যতে বকেয়া হবে এরূপ পরিশোধ যোগ্য অর্থ আদায়ের জন্য বিমার অর্থ সমূহ গ্রহন করবেন । উক্ত আদায়ের পর যদি বীমা রাশির কোন অর্থ উৎবৃত্ত থাকে তাহলে তা ঋণগ্রহীতাকে ফেরৎ দেবেন এবং যদি ঘাটতি থাকে তাহলে যতক্ষন না ঐ ঘাটতির অর্থ সম্পূর্নরূপে পরিশোধ হচ্ছে ততক্ষন পর্যন্ত বি.এফ.এল পোষ্ট ডেটেড চেক সমূহ দাখিল করে ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে টাকা আদায় করবেন।

ঙ) যদি পণ্য দ্রব্য ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং বি.এফ. এল যদি একন্ত নিজস্ব বিবেচনা মতে বোঝেন যে উক্ত ক্ষতি সম্পূর্নরূপে মেরামত যোগ্য তাহলে উক্ত মেরামতির উদ্দেশ্যে বীমার অর্থ ছেড়ে দিতে পারেন, এবং মূল শর্ত অনুসারে অনুমোদিত ঋণ চালু রাখবেন।

২৪. জামানত ঃ

ক) অনুমোদিত ঋণ, সুদ, অতিরিক্তবা জরিমানা যোগ্য সুদ বা ফি ব্যয় এবং অন্যান্য সকল প্রকার অর্থ যা কিছু ঋণগ্রহীতা কর্তৃক অসিমীত ক্ষেত্র পর্যন্ত বি.এফ. এল প্রদেয় যোগ্য হবে তা সুরক্ষিত করবার জন্য ঋণগ্রহীতা বি.এফ.এল এর নিকট উক্ত পণ্য (তপসীল 'খ' অংশে আরো বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে) গচ্ছিত রাখবেন, এবং উক্ত গচ্ছিত পণ্যের উপর বি.এফ.এল. এর প্রথম এবং সার্বিক অধিকার থাকবে।

খ) এছাড়া ও ঋণগ্রহীতা সম্মতি প্রকাশ করছেন যে উক্ত জামানত-এর (যানবাহন) ক্ষেত্রে কোনরূপ খেলাপ ঘটলে কোনরূপ নোটিশ বা বি.এফ.এল এর দাবী ছাড়াই ঋণগ্রহীতা উহা বি.এফ.এল এর নিকট সমর্পন করতে বাধ্য থাকবেন।

২৫. খেলাপের ঘটনা ঃ

যদি ঋণগ্রহীতা চুক্তির অন্তর্ভূক্ত দায়বদ্ধতা এবং কর্তব্যসমূহ পালন না করেন তাহলে তা খেলাপের ঘটনা বলে বিবেচিত হবে, এবং এছাড়াও যদি ঃ-

ক) মাসিক কিস্তি প্রদানের কোনরূপ খেলাপ ঘটলে অথবা তার কোন অংশ প্রদানে এবং বা অথবা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বি.এফ.এল.কে প্রদেয় অন্য কোন প্রকার বকেয়া রাশি প্রদান ব্যর্থ হলে এবং অথবা অন্যকোন চুক্তি বা দস্তাবেজ অনুসারে অথবা ঋণগ্রহীতা ও বি.এফ.এল এর মধ্যে সম্পাদিত কোন চুক্তি পালনে খেলাপ ঘটে।

খ) যদি ঋণগ্রহীতা ও বি.এফ.এল এর নিকট মৌখিক অথবা লিখিত রূপে কোনরূপ ভুল তথ্য বা দস্তাবেজ প্রদান করলে।

গ) যদি পণ্য দ্রব্য বাজেয়াপ্ত হয় অথবা উহার তত্ত্বাবধানের জন্য কোন অধিকারীক, কর্তৃপক্ষ অথবা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট জমা রাখা হয়, অথবা উহার না দাবী বিপদগ্রস্ত চুরি বা ক্ষতিগ্রস্ত অথবা আঘাত প্রাপ্ত হয় অথবা কোন তৃতীয় পক্ষের দ্বারা দূর্ঘটনার কবলে পরে।

ঘ) যদি ঋণগ্রহীতা মারা যান, উন্মাদ বা দেউলিয়া হয়ে যান অথবা কোন দুস্কর্মে লিপ্ত হন অথবা তার সম্পত্তি অথবা মূল্যবান সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হয় অথবা তার বিরুদ্ধে কোন আইনি পদক্ষেপ গৃহীত হয়।

ঙ) ঋণগ্রহীতা একটি অংশদারী কারবার সংগঠন হলে তার কোন অংশীদার ঋণদাতার নিকট দেউলিয়া বা অধমর্ন ঘোষিত হলে অথবা কোন মূল্যবান সম্পত্তি বা অন্যান্য সম্পত্তি সহ প্রতিষ্ঠানের অংশ কোন মামলায় যুক্ত হলে অথবা বাজেয়াপ্ত হলে অথবা উহার বিরুদ্ধে কোন আইনী পদক্ষেপ গৃহীত হলে।

চ) ঋণগ্রহীতা কোটি সীমাবদ্ধ কোম্পানী হিসাবে স্বেচ্ছায় ব্যবসা গুটিয়ে নেবার সংকল্প গ্রহন করলে অথবা ব্যবসা গুটিয়ে ফেলার জন্য কোন পিটিশন দাখিল করলে অথবা ঋণদাতার সঙ্গে কোন প্রকল্পে উহার বিবেচনার জন্য পেশ করলে অথবা কোন মূল্যবান বস্তু অথবা সম্পত্তি অধিগ্রহনের জন্য কোন তত্ত্বধায়ক নিযুক্ত হলে অথবা কোন মূল্যবান বস্তু বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হলে বা উহার বিরুদ্বে কোন আইনী পদক্ষেপ গৃহীত হলে অথবা রুগ্ন শিল্প কোম্পানী (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৮৫ অনুযায়ী ঋণগ্রহীতা ব্যবসাকে ঋণাত্মক সম্পত্তি হিসাবে ঘোষনা করলে বা কোন দন্ডবিধি আরোপিত হলে এবং উহার জন্য কোন আইন পুনপ্রণিত হলে।

ছ) বি.এফ.এল এর মতে যদি এমন কোন পরিস্থিতি উদ্ভূত হয় যার ফলে বি.এফ.এল এর স্বার্থ অথবা সুরক্ষা বিঘ্নিত হয়।

জ) যদি ঋণগ্রহীতা বি.এফ.এল এর সঙ্গে অন্য কোন চুক্তি অনুযায়ী একজন ঋণগ্রহীতা অথবা একজন সহ-ঋণগ্রহীতা অথবা একজন জামানতকারী হিসাবে খেলাপ করেন। যে কোন খেলাপ করলে সঙ্গে সঙ্গে ঋণগ্রহীতাকে কোন নোটিশ প্রদান ছাড়াই বি.এফ.এল ঋণগ্রহীতাকে বকেয়া প্রদানে বাধ্য করবেন। যদি বকেয়া রাশি সম্পূর্ন বা আংশিক প্রদানে ব্যর্থ হন তাহলে বি.এফ.এল এর আর্থিক সহায়তায় যে পণ্য কেনা হয়েছে অথবা (বি.এফ.এল এর অনুমোদনে অন্যান্য যে সব পণ্য কেনা হয়েছে) তা বি.এফ.এল কে বা তার প্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিগণের (তপসীল 'খ'-তে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে) হাতে সমর্পন করবেন যাতে বি.এফ.এল সন্তুষ্ট হয় এবং ঋণগ্রহীতার পক্ষে বি.এফ.এল উহার বন্দোবস্ত করবেন এবং প্রাপ্ত অর্থে ঋণের বকেয়া রাশির সমন্বয় করবেন। এরপরেও যদি কোন ঘাটতি থাকে তাহলে ঋণগ্রহীতা বি.এফ.এল কে প্রদান করবেন। উপরোক্ত পক্রিয়া ও অন্যান্য অতিরিক্ত বিষয় নির্বিশেষে ঋণগ্রহীতার ঘাটতি অর্থ আদায়ের জন্য বি.এফ.এল ঋণগ্রহীতার দেওয়া পোষ্ট ডেটেড চেক দাখিল বা ই.সি.এস. নির্দেশ বা অটো ডেবিট নির্দেশ বা অন্য বৈদুতিন বা অন্যান্য ক্লিয়ারিং ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে পারেন যতক্ষন না চুক্তিভূক্ত বকেয়া অর্থ সম্পূর্নরূপে আদায় হচ্ছে এবং অটোঋণ চুক্তির সমাপ্তি ঘটছে ।

ঝ) বি.এফ.এল. এর নিকট ঋণগ্রহীতার প্রদান করা পি.ডি.সি. বা প্রদত্ত হবে এইরূপ পি.ডি.সি. চুক্তিমতো দাখিল করে নগদ আদায় করা সম্ভব না হয়, অথবা

ঞ) যদি ১১ ধারা অনুসারে প্রদত্ত পি.ডি.সি. বা ই.সি.এস. বা এ.ড়ি.এম বা অন্য বৈদুতিন অথবা অন্যান্য ক্লিয়ারিং নির্দেশ প্রয়োগে নগদ হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা ব্যাঙ্কে অর্থ প্রদান বন্ধ করার কোন নির্দেশ প্রদান করে থাকেন, অথবা

ট) যদি ঋণগ্রহীতা পণ্য (যানবাহান) সংক্রান্ত নিবন্ধীকরণ প্রমানপত্র, বীমার কাগজ এবং বীমা নবীকরণ সংক্রান্ত কাগজপত্র প্রদানে ব্যর্থ হন। অথবা

ঠ) চুক্তি অনুযায়ী ঋণগ্রহীতা মূল্যবান সম্পত্তি সংক্রান্ত কাগজপত্র জমা করতে ব্যর্থ হলে।

২৬. **খেলাপ এর প্রতিকার ঃ**

আইনানুযায়ী অন্যান্য অধিকার এবং প্রতিকার অথবা সাম্যতা অথবা চুক্তি অনুযায়ী অন্যান্য ক্ষমতা নির্বিশেষে খেলাপের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত প্রতিকার ব্যবস্থা গৃহীত হবেঃ

ক) বি.এফ.এল.এর হাতে এরূপ ক্ষমতা ন্যস্ত আছে, যার বলে ঋণগহীতাকে যে কোন সময় ঋণ এর অর্থ সম্পূর্নরূপে পরিশোধ করে দেবার কথা বলতে পারেন অথবা ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনী পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারেন।

খ) ঋণগ্রহীতা কতৃক বি.এফ.এল. কে প্রদত্ত পি.ডি. সি,ই.সি.এস নির্দেশ বা এ.ডি.এম বা অন্যকোন বৈদ্যুতিন অথবা অন্যান্য ক্লিয়ারিং ব্যবস্থার মাধ্যমে দাখিল করা চেক ভাঙাবে না পারা সংক্রান্ত খেলাপের ক্ষেত্রে বি.এফ. এল. ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে ১৮৮১ সালের নেগোসিয়েবল্ ইনস্ট্রুমেন্টস আইন এর ১৩৮ ধারা অনুসারে আইনী পদক্ষেপে গ্রহণ করতে পারেন অথবা ''প্রদানও বন্দোবস্ত ব্যবস্থা আইন, ২০০৭ (পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিষ্টেম আইন, ২০০৭)'' অনুসারে আইনী ব্যবস্থা গ্রহম করতে পারেন।

গ) এছাড়াও বি. এফ. এল ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে ভারতীয় দেওয়ানী বিধি ও ভারতীয় দন্ডবিধি অনুসারে আইনী পদক্ষেপে গ্রহনের অধিকারী হবেন এবং বিভিন্ন সময়ে বি.এফ. এল. এর স্বার্থ সুরক্ষা সম্পর্কিত প্রনীত আইন বা বলবৎযোগ্য কোন আইনের বলে ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে বি. এফ. এল. ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারেন।

ঘ) যদি চুক্তি অনুযায়ী কোন অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হন, অথবা উক্ত অর্থ প্রদেয় যোগ্য ও বকেয়া হয় অথবা কোন খেলাপ ঘটলে এবং উক্ত খেলাপের কারনে ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী বা জামানতকারী অথবা বৈধ প্রতিনিধিগণকে পণ্য দ্রব্য ১৫ দিনের মধ্যে বি.এফ.এল.এর নিকট সমর্পনে ব্যর্থ হন অথবা ঐরূপ কোন অর্থ বকেয়া ও প্রদেয় হন অথবা বি. এফ. এল. এর সঙ্গে লেনদেনে খেলাপ হন তাহলে বি.এফ.এল.এর অন্যান্য অধিকার ও ক্ষমতা সমূহের কোনরূপ ক্ষুন্ন না করে খেলাপের ৭ দিনের মধ্যে বি. এফ. এল. বা তার এজেন্ট তার প্রতিনিধিগণ উক্ত পণ্যের দখল নেবেন (যার বর্ণ তপসীল 'খ' তে বর্ণিত আছে) নেবেন এবং বি.এফ.এল.-এর জামানত সুরক্ষিত করতে ও ঋণগ্রহীতার বকেয়া অর্থ আদায় সুনিশ্চিত করতে উক্ত পন্যের বন্দোবস্ত করবেন বা অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহন করবেন। ঋণগ্রহীতা, সহ- ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী বা জামানতকারী অথবা বৈধ উত্তরাধিকারী সম্মতি প্রকাশ ও অঙ্গীকার করছেন যে, খেলাপ এর কারনে বি.এফ.এল. বা তার এজেন্ট বা প্রতিনিধিগণ উক্ত পন্য নিজেদের দখল নেবার সময় কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা বা বাধার সৃষ্টি করবেন না এবং ঋণগ্রহীতার পন্য যে সব স্থানে রাখা আছে সেই সব স্থানে বা যে কোন স্থানে বি.এফ.এলের প্রতিনিধি গণের অবাধ প্রবেশের অধিকার থাকবে। কোনরূপ ক্ষতি না করে বি. এফ.এল উক্ত পন্য (যানবাহন) বিক্রয় করতে পারবেন, ভাড়া খাটাতে পারবেন বা অন্য কোন বন্দোবস্ত করতে পারেবেন অথবা কোন সরকারী বা বেসরকারী নিলামে বিক্রয় বা চুক্তি করতে পারবেন এবং উক্ত বিক্রয় প্রক্রিয়া বা অন্য বন্দোবস্ত থেকে লব্ধ অর্থ প্রথমে ঋণগ্রহীতার পন্যের জন্য বকেয়া খরচ পরিশোধের কাজে ব্যবহৃত হবে এবং তারপর সুদ বাবদ অর্থ ও বি.এফ.এল.এর নিকট ঋণগ্রহীতার প্রদেয় অনাদায়ী অন্যান্য রাশি সমন্বয়ের কাজে ব্যবহৃত হবে এবং সবশেষে অবশিষ্ট অর্থ ঋণের আসল রাশি পরিশোধের কাজে ব্যবহার হবে।

ঙ) যদি কোন সময়ে বি.এফ.এল. এর অনুমান বা সন্দেহ হয় যে ঋণগ্রহীতা চুক্তিভূক্ত ঋণ শোধ করবেন না অথবা বি.এফ.এল. এর জামানত ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তাহলে যে কোন সময় বি. এফ.এল.এর হাতে থাকা প্রতিবিধান বা অনুমোদিত ঋণ সম্পূর্ন পরিশোধ করতে বলার অধিকতকে কোনরূপ ক্ষুন্ন না করে বি.এফ.এল. ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে পন্য নিজের অধিকারে নিতে পারেন।

চ) বি.এফ.এল. যে কোন সময় উক্ত পন্য নিজের দখলে নিতে পারার অধিকারী হবেন এবং এই উদ্দেশ্যে বি.এফ.এল. চুক্তির ২৬ (ঘ) ধারা অনুসারে ঋণগ্রহীতার যে কোন পরিসরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে পারবেন।

ছ) কোন পণ্য বা বস্তু বন্দোবস্তে করার সময় (বস্তু সম্পর্কে তপসীল 'খ'-তে বিস্তৃত বর্ণনা প্রদত্ত আছে) তৃতীয় পক্ষের কোন দাবী বি.এফ.এল-কে মেটাতে হলে ঋণগ্রহীতা ঐ বাবদ বি.এফ.এল.-কে ক্ষতিপূরন করবেন।

২৭. **সালিস ঃ**

চুক্তি চলাকালীন বা পরবর্তীকালে চুক্তি সম্পর্কির্ত কোন বিবাদ বা বিতর্ক দেখা দিলে বা কোন দাবী উদ্ভূত হলে ''**সালিশ ও আপোষ মীমাংসা আইন-১৯৯৬**'' অনুসারে অথবা ইহার বিধিবদ্ধ সংশোধনী অনুসারে মীমাংসা হবে এবং বি.এফ.এল এর মনোনীত একজন সালিসির নিকট চুড়ান্ত সালিস মীমাংসার জন্য পাঠানো হবে। সমস্ত কার্যাদি ইংরাজী ভাষায় সম্পাদিত হবে। সালিসির দেওয়া রায় চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং চুক্তির পক্ষগণ উক্ত রায় মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন। যদি বি.এফ.এল. এর মনোনীত সালিস মারা যান বা তিনি সলিস হিসাবে কাজ করতে অসমর্থ হন বা সালিসি হিসাবে কাজে যোগদান করতে অনিচ্ছুক হন তাহলে বি.এফ.এল পুনরায় নতুন একজন কে সালিস হিসাবে নিযুক্ত করতে পারেন। যে জায়গা থেকে আগের সালিস কাজ ছেড়ে গেছেন ঠিক সেই অংশ থেকে নতুন সালিস বলিয়া আরম্ভ করবেন। সালিস প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে পুনেতে (মহারাষ্ট্র) এবং ঋণগ্রহীতা জামানতকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদক 'উক্ত বিষয়ে সম্মতি' প্রকাশ করেছেন এবং সর্বসম্মত হয়েছেন।

২৮. **জামানত পণ্য নিজের দখলে নেওয়া ও বন্দোবস্ত কর (তপসীল-খ-তে আরো বিস্তৃতরূপে বলা হয়েছে) ঃ**

ক) কোন খেলাপ ঘটলে (২৫ ধারা অনুসারে) বি.এফ.এল অথবা তার এজেন্ট বা প্রতিনিধিগণ (ধারা ২৬ অনুযায়ী) জামানত বা পণ্য (তপসীল 'খ'-দ্রষ্ঠব্য) নিজেদের দখলে নেবার জন্য ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া আরম্ভ করবেন।

খ) দখল প্রক্রিয়া আরম্ভ করার পূর্বে (তপসীল 'খ'-তে পণ্য দ্রব্যের বিবরণ সন্নলিত আছে) বি.এফ.এল কে এ বিষয়ে ঋণগ্রহীতাকে মৌখিক ভাবে অবহিত করতে পারেন অথবা সাধারণ ডাকে লিখিত ভাবে জানাতে পারেন।

গ) পণ্য নিজেদের দখলে নেবার জন্য যে এলাকায় ঐ পণ্য রাখা আছে সেই এলাকার এক্তিয়ারভূক্ত পুলিশের নিকট বি.এফ.এল নিরাপত্তা চাইতে পারেন অথবা শান্তিপূর্ন উপায়ে সরাসরি পণ্য দখলে নেবার জন্য বিকল্প হিসাবে বি.এফ.এল তার প্রাধিকার প্রাপ্ত আধিকারিক বা এজেন্ট বা প্রতিনিধিগণকে ঐ স্থলে পাঠাতে পারেন ।

ঘ) পণ্যদ্রব্যের দখল নেবার পর প্রাধিকারা প্রাপ্ত আধিকারিক বা এজেন্ট বা প্রতিনিধিগণ দখলীকতৃ পণ্যের একটি বিবরণ মূলক তালিকা প্রস্তুত করবেন ।

ঙ) যদি ঋণগ্রহীতা, জমানতকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদক নির্দ্ধারিত দায়বদ্ধতা পালনে ব্যর্থ হন তাহলে, বি.এফ.এল-এ যথাযথ ভাবে ঐ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবেন।

চ) পণ্য দখল নেবার প্রক্রিয়া চলাকালীন বি.এফ.এল এর প্রাধিকার প্রাপ্ত আধিকারিক বা প্রতিনিধিগণ উপযুক্ত শিষ্ঠাচার ও পদ্ধতি মেনে কাজ করবেন এবং একই সাথে ঋণগ্রহীতা, জামানতাকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী গণও উপযুক্ত শিষ্ঠাচার ও সৌজন্য প্রদর্শন করবেন।

ছ) ঋণগ্রহীতার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালানো ব্যাবসায়িক লেনদেনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষা ।

জ) পণ্য দখল নেবর পরও চুক্তির শর্ত ও অবস্থা সমূহ অটুট থাকবে এবং ইহা ঋণগ্রহীতার, জামানতকারী, সহ-ঋণগ্রহীতা ও সহ-আবেদনকারীর দায় বা দায়বদ্ধতাকে কোনরূপ হ্রাস বা ক্ষুন্ন করবে না। উক্ত পণ্য দখল নেবার পর যতক্ষণ না উহার বিক্রয় বা বন্দোবস্ত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ঋণগ্রহীতার বকেয়া ঋণের কোন পরিবর্তন হবে না এবং ঋণগ্রহীতা ঐ বকেয়া ঋণপরিশোধ করতে দায়বদ্ধ থাকবেন।

ঝ) যদি ঋণগ্রহীতা কোন পরিমান অর্থ (শেষ পুঞ্জিভূত রাশি) পরিশোধে ব্যর্থ হন তাহলে দখলীকৃত পণ্য বিক্রয় করে ঋণগ্রহীতার ঐ বকেয়া অর্থ পরিশোধের কাজে লাগানোর অধিকার বি.এফ.এল.এর হাতে ন্যস্ত থাকবে। বিক্রয় প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত অর্থ বকেয়া পরিশোধের পরও অবশিষ্ট থাকলে তা অন্যান্য প্রদেয় খরচ ইত্যাদির সমন্বয় সাধন করার পর ঋণগ্রহীতাকে ফেরত দেওয়া হবে, তবে শর্ত এই যে, ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে বি.এফ.এল-এর পাওনা বাবদ আর কোন রাশি বকেয়া নেই এবং যদি ঘাটতি হয়, তাহলে ঋণগ্রহীতা বা জামানতকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ- আবেদনকারী ঐ ঘাটতি বাবদ অর্থ কোন রূপ বিলম্ব ও বিচ্যুতি ছাড়াই পরিশোধ করবেন।

ঞ) বি.এফ.এল. কর্তৃক দখলীকৃত পণ্য (তপসীল 'খ' তে অংশ বিস্তৃত বলা হয়েছে) একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিক্রয় বা বন্দোবস্ত করতে হবে এবং এর জন্য একাধিক ক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে অথবা অনলাইনে প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। বিক্রয় প্রক্রিয়ায় প্রবেশের পূর্বে ঋণগ্রহীতা এবং জামানতকারীকে ৭ দিনের মধ্যে সমস্ত বকেয়া পরিশোধ করে দেবার জন্য অনুরোধ করা হবে। ব্যক্তিগত চুক্তি বা বেসরকারী বা সরকারী মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়া চলাকালে বি.এফ.এল উক্ত বিক্রয়ের জন্য প্রযোজ্য খরচ বা ব্যয় ঋণগ্রহীতার উপর চাপাতে পারবেন এবং এ বিষয়ে বি.এফ.এল-এর নিজস্ব একান্ত ক্ষমতা থাকবে। উক্ত ব্যয় ও খরচ এর সঙ্গে আঙিনা ভাড়া ও দালালি বা বহির্গমন করও যুক্ত হবে। যদি বিক্রয় প্রক্রিয়া থেকে লব্ধ অর্থ উক্ত কমিশন প্রদানের ক্ষেত্রে যথেষ্ঠ না হয় তাহলে বি.এফ.এফ. কতৃক দাবী জানানোর সঙ্গে সঙ্গে ঋণগ্রহীতা, জামানতকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী তা প্রদান করবেন।

ট) বিক্রয় প্রক্রিয়ার পর ঘাটতি বাবদ অর্থ আদায়ের জন্য বি.এফ.এল. চুক্তি মাফিক আইনী প্রক্রিয়া চালু রাখবেন এবং (২৭ ধারানুসারে) সালিসের মাধ্যমে এবং চুক্তি অনুযায়ী প্রযোজ্য আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।

ঠ) ঋণগ্রহীতা বা সহ-ঋণগ্রহীতা এর পণ্য বা যানবাহন বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্য ঋণগ্রহীতার পক্ষে জামানতকারীর দায়বদ্ধতা, বকেয়া রাশির পূর্ন ও চুড়ান্ত বন্দোবস্ত সংক্রান্ত ক্ষেত্রে সহ-কারীর ঋণগ্রহীতার ব্যর্থতা ইত্যাদি তথ্য আর. বি .আই. অনুমোদিত কোন ক্রেডিট ব্যুরো এবং আর. বি. আই. এর পক্ষে অনুমোদিত অন্যকোন অনুমোদিত এজেন্সির সাথে আদানপ্রদান করার অধিকার বি.এফ.এল হাতে ন্যস্ত থাকবে। ক্রেডিট ব্যুরো এবং অথবা অন্য অনুমোদিত সংস্থা উক্ত তথ্য ব্যবহার করতে পারেন এবং অথবা বি.এফ.এল-এর প্রকাশ করা তথ্য সমূহ প্রক্রিয়াকরণ করে নিজেদের মতো করে ব্যবহার করতে পারবেন এবং এরূপ ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা,জামানতকারী সম্পূর্ন রূপে সম্মর্ত থাকবেন

২৯. ঋণগ্রহীতা নির্ধারিত প্রদান তারিখে বকেয়া কিস্তি বি.এফ.এল-এর স্থানীয় শাখা বা আঞ্চলিক অফিসে অথবা বি.এফ.এল-এর অনুমোদিত আধিকারিক বা প্রতিনিধির নিকট জমা করবেন অথবা বি.এফ.এল-এর নিবন্ধীকৃত অফিস বাজাজ ফাইনান্স লিমিটেড, আকুরদি মুম্বই-পুনে রোড, পুনে-৪১১০৩৫, মহারাষ্ট্র-এ নিবন্ধীকৃত ডাকে প্রেরণ করতে পারবেন।

৩০. এতদ্বারা ঋণ গ্রহীতাগণ, সহ-ঋণ গ্রহীতাগণ, সহ-আবেদনকারী ও জামিনদার সম্মত হইয়াছেন যে, বি.এফ.এল. ইহার ইচ্ছেমতো বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শেষ কিস্তি মুকুব করিতে পারিবে, তবে সেক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধ/ঋণের সমস্ত কিস্তি কোনরকম টালবাহানা না করিয়া অথবা খেলাপী না হইয়া যথাযথ সময়ে পরিশোধ হইয়া থাকিতে হইবে (পরিশোধের তপশীল অনুযায়ী কিস্তির দিনগুলিতে অথবা কিস্তির পূর্বের দিনগুলিতে)।

৩১. ঋণগ্রহীতা, জামানতকারী, সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারীকে কোন নোটিশ পাঠানোর প্রয়োজন হলে তা বৈধ বলে গণ্য হবে। যদি ঐ নোটিশ ঋণগ্রহীতা বা জামানতকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারীর ঠিকানাই সাধারণ ডাকে পাঠানো হয় অথবা চুক্তির তপসীলে লিখিত ঠিকানাই প্রেরনা করা হয়, অথবা তাদের নিকট থেকে সর্বশেষে প্রাপ্ত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ঠিকানাই বা ব্যক্তিগত ঠিকানাই প্রেরণ করা হয়। সাধারণ ডাকে ঐ রূপ কোন নোটিশ প্রেরিত হলে, ডাকে প্রদান করার ৪৮ ঘন্টা পরে ঋণগ্রহীতা উহা পেয়েছেন বলে ধরে নেওয়া হবে।

৩২. চুক্তির তপসীল 'ক' এর সময় সূচী অনুসারে নির্ধারিত প্রদান তারিখের মধ্যে ঋণগ্রহীতা তার ঋণ বাবদ সমস্ত কিস্তি বি. এফ. এল-কে পরিশোধ করে দেবার পর এবং চুক্তির অন্তর্ভূক্ত অন্যান্য যাবতীয় রাশি ঐ সময়ের মধ্যে পরিশোধ করে দেবার পর অনুমোদিত ঋণ মুক্ত বা নিঃশেষ হয়েছে বলে গণ্য হবে।

৩৩. চুক্তির অন্তর্ভূক্ত ঋণরাশির সাপেক্ষে অবশেষ রাশি ও ঋণগ্রহীতার প্রদেয় বকেয়া রাশির উল্লেখ করে বি.এফ.এল ঋণগ্রহীতাকে কোন অ্যাকাউন্ট বিবরণী প্রদান করলে, ঋণগ্রহীতা তা গ্রহন করবেন তাতে মান্যতা প্রদান করবেন এবং এই বিবরণের প্রদত্ত ও প্রদেয় অর্থের চূড়ান্ত প্রমান বলে গণ্য হবে। উক্ত বিবরণের কোন রূপ পক্ষপাতিত্ব ব্যতিরেকে বি.এফ.এল এর প্রদান করা অ্যাকাউন্ট বিবরণী বা তার কোন অংশের বিষয়ে ঋণগ্রহীতার কোন প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা থাকলে উক্ত বিবরণ গ্রহন করার ৭ দিনের মধ্যে ঋণগ্রহীতা বি. এফ. এল. এর নিকট পূর্ন বিবরণ সহ প্রশ্নাবলী প্রেরন করবেন এবং উহা বি.এফ.এল-এর নিবন্ধীকৃত অফিস'' বাজাজ ফাইনান্স লিমিটেড, আকুরদি, মুম্বাই-পুনে রোড, পুনে-৪১১০৩৫, রাজ্য-মহারাষ্ট্র'' এই ঠিকানাতে নিবন্ধীকৃত ডাকে পাঠাবেন এবং বি.এফ.এল উহা বিবেচনা করবেন এবং উক্ত বিবেচনার পর ঋণগ্রহীতা ঐ বিষয়ে আর কোনরূপ প্রশ্ন তুলতে পারবেন না। তবে বি.এফ.এল কর্তৃক প্রদত্ত ভুল অ্যাকাউন্ট বিবরণের অজুহাত দেখিয়ে বা অন্য কারণ দেখিয়ে ঋণগ্রহীতা কোন ভাবেই ঋণ কিস্তি প্রদানে বিলম্ব বা বিচ্যুতি ঘটাতে পারবেন না।

৩৪. বি.এফ.এল বিবৃতি প্রদান ও ঘোষনা করছেন যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আর. বি. আই) এর নির্দেশ ও প্রয়োজন অনুযায়ী কোম্পানী একটি ন্যায্য আচরণ বিধি প্রনয়ন করবেন। উহা কোম্পানীর অফিসে প্রদর্শনের জন্য টাঙানো থাকবে এবং যে কোন সময় উহা ঋণগ্রহীতা, জামানতকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী পরিদর্শন করতে পারেন। এছাড়াও ইহা কোম্পানীর ওয়েবসাইট দেওয়া থাকবে, যেমনঃ www.bajajfinance.com বা www.bajajauto finance.com.

৩৫. ঋণগ্রহীতার অনুরোধে বি.এফ.এল. আগে থেকে ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিতে পারেন। যদি ঋণগ্রহীতা চায় তাহলে বি.এফ.এল. আগাম ঋণ পরিশোধ ও অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার জন্য সর্বশেষ অবশেষ বকেয়া রাশির ওপর অনধিক ৩ শতাংশ হারে জরিমানা আদায় করতে পারেন (অন্যান্য সকল প্রকার প্রযোজ্য কর এবং বিধিবদ্ধ লেভি সমূহ, যদি এর কোনটি অতিরিক্ত হিসাবে চাপানো হয়)।

৩৬. যে স্থানে ঋণগ্রহীতা পোষ্ট ডেটেড চেক প্রদান করবেন যদি সেই এলাকায় বি.এফ.এল এর কোন ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা না থাকে এবং চেক ক্লিয়ারেন্সের আঞ্চলিক শাখা না থাকে তাহলে ঋণগ্রহীতা কর্তৃক প্রদত্ত পোষ্ট ডেটেড চেক সমূহ ভাঙানোর জন্য প্রত্যেক কিস্তি বাবদ ঋণগ্রহীতাকে অতিরিক্ত ১০০ টাকা করে আন্তসংগ্রহ বা প্রশাসনিক খরচ বাবদ প্রদান করতে হবে।

৩৭. চুক্তির শর্ত ও অবস্থা সমূহের কোন পরিবর্তন ঘটলে এবং এছাড়াও প্রদান সূচী, সুদের হার, পরিষেবা কর প্রাক প্রদানজনিত জরিমানা ইত্যাদির পরিবর্তন সংক্রান্ত ক্ষেত্রে বি.এফ.এল ঋণগ্রহীতাকে আগাম নোটিশ প্রদান করবেন। বি.এফ.এল নিশ্চিত করবেন যে, পরিবর্তিত সুদের হার এবং খরচ সমূহ নোটিস প্রদানের পরবর্তী তারিখ থেকে কার্যকারী হবে,ঋণগ্রহীতা উক্ত পরিবর্তন মেনে চলবেন এবং কোন বির্তক করবেন না।

৩৮. **অধিকার বণ্টন ঃ-**

ক) ঋণগ্রহীতা বি.এফ.এল এর লিখিত অনুমতি ব্যতীত তার অধিকার ও কর্তব্য সমূহ বণ্টন করবেন না। পণ্য দ্রব্য নিজের ব্যবহার ছাড়া ঋণগ্রহীতা পণ্য সংক্রান্ত কোন অধিকার অন্যকে হস্তান্তর অথবা সমর্পন অথবা অন্য কোনরূপ বন্দোবস্ত করবেন না ।

খ) এই চুক্তির দস্তাবেজ সমূহ কার্যকরী করবার জন্য, ইহার সৃষ্টি, বলবৎ, আদায়,অথবা আদায় করতে হবে এরূপ জামানত এবং বীমা খরচ দখলিকরন অথবা রক্ষনা-বেক্ষন গুদামজাত করণ এবং পণ্য সমূহের বিক্রয় বন্বেনে দাবস্তসহ সকল প্রকার খরচ (অসীমিত ক্ষেত্র পর্যন্ত উকিলের খরচ সহ), জরিমানা, ব্যয়, কর, শুল্ক (স্ট্যাম্প শুল্ক সহ) ইত্যাদি বাবদ খরচ ঋণগ্রহীতা বহন করবেন এবং নিজে প্রদান করবেন।

গ) বি.এফ.এল. যে সমস্ত ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করছেন যদি সেই সমস্ত ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোন দাবী জানান তাহলে ঋণগ্রহীতা দাবী বাবদ কিস্তি সমূহ সরাসরি ঐ সমস্ত ব্যাঙ্কার বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করবেন। ঋণগ্রহীতা সম্মতি প্রকাশ করছেন যে, তিনি এরকম কোন কাজ করবেন না বা করার চেষ্টা করবেন না যাতে কোন বকেয়া আদায় সহ পণ্য দ্রব্যের ওপর দাবী বা অধিকার সমূহ কার্যকারী করার সময় ঐরূপ ব্যাঙ্কার বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের আধিকার সমূহ বাধা প্রাপ্ত হয়।

ঘ) বি.এফ.এল-এর হাতে এরূপ অধিকার থাকবে যার ফলে তিনি চুক্তির অন্তর্ভূক্ত সমস্ত অথবা যে কোন অধিকার, সুবিধা, বাধ্য বাধকতা, কর্তব্য এবং দায়সমূহ অনুমোদন বা হস্তান্তর বা বণ্টন করতে পারবেন এবং এছাড়াও কিস্তির টাকা গ্রহন এবং পণ্য বিক্রয়, হস্তান্তর, বন্ধক, গচ্ছিতকরণ অথবা জামানতকরণ অথবা কোন ব্যাক্তির নিকট অন্য কোনরূপে গচ্ছিত রাখতে পারবেন এবং ঐরূপ ক্ষমতা সমূহ হস্তান্তর ও বণ্টন করতে পারবেন এবং বি.এফ.এল-কর্তৃক ঐরূপ বণ্টনের ফলে ঋণগ্রহীতা জামানতকারী, সহ-ঋণগ্রহীতা, সহ-আবেদনকারী চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ঐরূপ দায়বদ্ধতা সমূহ পালন করবেন।

৩৯. ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা, জামানতকারী প্রকাশ্যে সম্মতি প্রকাশ করছেন যে, ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী, জামানতকারী কর্তৃক বি.এফ.এল এর বিরুদ্ধে কোন আইনী পদক্ষেপ সহ কোন ক্রেতা বিবাদ দায়ের করলে বি.এফ.এল তা মহারাষ্ট্র রাজ্যে অবস্থিত পুনে শহরে আদালতে দায়ের বা রুজু করবেন যে আদালতের নিজস্ব সর্বাধিক এক্তিয়ার থাকবে কিন্তু বি.এফ.এল-এর সম্পূর্ণ অধিকার থাকবে যার বলে বি.এফ.এল মহারাষ্ট্রের পুনের যে কোন আদালতে যে কোন বিষয়ে ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী বা জামানতকারীয় বিরুদ্ধে আইনীপদক্ষেপ বা ফৌজদারী বা দেওয়ানী বিধি অনুসারে পদক্ষেপ বা মামলা রুজু করতে পারবেন এবং ঋণগ্রহীতা বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী বা জামানতকারী এই বিষয়ে সম্মত থাকবেন।

৪০. বি.এফ.এল যেমন উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় মনে করবেন তদনুযায়ী নিম্নলিখিত সম্মত বা যে কোন তথ্য প্রকাশ্যে নিয়ে আসার অধিকারী হবেন ঃ

ক) ঋণগ্রহীতা বা জামানতকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য ও পঞ্জী।

খ) ঋন সুবিধা, আর্থিক সহায়তা, চুক্তির শর্ত ও অবস্থা এবং বি.এফ.এল এর অনুকূলে ঋণগ্রহীতা বা জামানতকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত মূল্যবান সম্পত্তি সমূহ সম্পর্কিত তথ্য ও পঞ্জী ।

গ) ঋণ সহায়তার শর্ত বিষয়ে ঋণগ্রহীতা জামানতকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী বা দায়বদ্ধতা সমূহ বা দায়গ্রস্ত হবে এরকম কর্তব্য সমূহ অথবা ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী বা জামানতকারী বা কর্তৃক প্রদত্ত কোন মূল্যবান সম্পত্তি বা পণ্য দ্রব্য অথবা অন্য কোন অনুমোদিত ঋণসহায়তা বা বি. এফ. এল কর্তৃক অনুমোদিত হবে এরূপ ঋণসহায়তার তথ্য ও পঞ্জী সমূহ।

ঘ) উপরোক্ত দায়বদ্ধতা প্রতিপালনের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা, জামানতকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী (ঋণগ্রহীতার দায়বদ্ধতা সমূহ) কোনরূপ খেলাপ করলে ঐরূপ তথ্য সমূহ আর.বি.আই অনুমোদিত কোন ক্রেডিট ব্যুরো (সি.বি) এবং এই বিষয়ে আর.বি.আই-এর পক্ষে অনুমোদিত অন্য কোন এজেন্সীর নিকট প্রদান করা হবে। সি.বি. এবং অথবা এই রূপ মনোনীত অন্য কোন এজেন্সী উক্ত তথ্য সমূহ বাবহার এবং অথবা প্রক্রিয়াকরণ করতে পারেন এবং বি.এফ.এল যেমন উপযুক্ত মনে করবেন সেই অনুযায়ী প্রকাশ করতে পারবেন। এইরূপ অনুমোদিত সি.বি এবং অথবা অন্য কোন সংস্থার নিকট বিবেচনার জন্য উক্ত তথ্য প্রদান করা হতে পারে। ঐ তথ্য ও পঞ্জী সমূহ প্রক্রিয়াকরন করে বি.এফ.এল বা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা আর.বি.আই অনুমোদিত কোন ক্রেডিট গ্যারান্টার অথবা নিবন্ধীকৃত ব্যাবহারকারীর নিকট যেমন প্রয়োজন হবে তেমন ভাবে প্রদান করা হবে বি.এফ.এল-এর নিকট ঋণগ্রহীতা বা জামানতকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত তথ্য এবং পঞ্জী সঠিক এবং সত্য।

৪১. ঋণগ্রহীতা জামানতকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী গণ সম্পতি প্রকাশ করছেন যে এই চুক্তি অনুযায়ী তার প্রত্যেককে দায়বদ্ধতা সর্বপ্রকার স্বাধীন এবং পৃথক । যদি কোন কারণে কোন দায়বদ্ধতা কোন আইনের আদালতে বলবৎ যোগ্য না হয় তাহলে ঋণগ্রহীতা বা জামানতকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী গণের অন্যান্য নির্দ্ধারিত দায়বদ্ধতা সমূহ চালু থাকবেন।

৪২) ঋণগ্রহীতা স্বীকার করছেন যে সুদের হার, জরিমানা পরিষেবা খরচ এবং অন্যান্য প্রদেয় খরচ এবং এই চুক্তি অনুযায়ী ঋণগ্রহীতা কর্তৃক সম্মত প্রদেয়যোগ্য খরচ সমূহ ন্যায় সঙ্গত হবে এবং তার পক্ষে গ্রহন যোগ্য হবে।

৪৩. ঋণগ্রহীতা বা জামানতকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী স্বীকার করছেন যে যদি ঋণগ্রহীতা বা জামানতকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারীগণ নিরক্ষর হন এবং অথবা ঋণগ্রহনের সময় ঋণের চুক্তি পড়তে এবং তার মমার্থ বুঝতে অক্ষম হন তাহলে ঐ ঋণচুক্তির সমস্ত বিষয় তার বা তাদের নিকট মাতৃ ভাষায় সম্পূর্নরূপে ব্যাখ্যা করতে হবে এবং কেবলমাত্র তারপর সে বা তিনি বা তারা চুক্তিতে তার বা তাদের স্বাক্ষর ও আঙুলের ছাপ প্রদান করবেন। অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই যেখানে ঋণগ্রহীতা, জামানতকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী ইংরেজী পড়তে না জানেন তাহলে চুক্তির শর্ত ও অবস্থান সমূহ মাতৃভাষায় ব্যাখ্যা করা হবে এবং উহার মমার্থ অনুধাবন করার পর ঋণগ্রহীতা, জামানতকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী চুক্তিতে তাদের স্বাক্ষর ও আঙুলের ছাপ প্রদান করবেন।

৪৪) এই চুক্তি তপশিল এবং এর সঙ্গে সংলগ্ন যা ইহার সাথে নির্দেশিত অন্যান্য দস্তাবেজ সমূহ অপর সকল শর্ত ও অবস্থা সমূহকে অথবা ইহার সঙ্গে সুসংহত করবে, এবং সকল মৌখিক মধ্যস্থতা সমূহকে উপেক্ষা করবে এবং চুক্তির ধারা সমূহ, অনুনোদন পত্র জামানত দস্তাবেজ ব্যতীত লিখিত বিষয় সমূহ কে অগ্রধিকার প্রদান এবং এই চুক্তির সম্পাদনের অগ্রাধিকার সহ চুক্তির অন্যান্য শর্ত যা বিরূপ হবে না। যদি চুক্তির শর্ত, অবস্থা এবং ধারা সমূহের মধ্যে এবং যে কোন চুক্তি অথবা ইহার সংশ্লিষ্ট দস্তাবেজ সমূহের মধ্যে কোনরূপ বিরূপতা দেখা দিলে ঐরূপ ঘটনা, শর্ত, অবস্থা এবং চুক্তি তপশিলের ধারা সমূহ ঋণের শর্ত, পত্র বা অনুমোদন পত্র সমূহ বলবৎ থাকবে।

৪৫. ঋণগ্রহীতা, জামানতকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী বি.এফ.এল-কে কোন নোটিশ, আদেশ, তলব যোগাযোগ পত্র ইত্যাদি প্রদান বা জমা করতে চাইলে তা কেবলমাত্র বি.এফ.এল-এর নিবন্ধীকৃত অফিস-বর্তমানে, ''বাজাজ ফাইনান্স লিমিটেড, আকুরদি, ওল্ড মুম্বাই-পুণে হাইওয়ে, পুনে ৪১১০৩৫, মহারাষ্ট্র'' ঠিকানায় নিবন্ধীকৃত ডাকে বা স্পিড পোষ্টে প্রেরণ করতে হবে। বি.এফ.এল-এর শাখা অফিসে অথবা ইহার প্রতিনিধির নিকট এবং বাজাজ অটো লিমিটেডের ডিলারগণের নিকট, ইহার বিপনন কেন্দ্রে অথবা পরিষেবা কেন্দ্রে ঐসব যোগাযোগ কেন্দ্রে প্রেরণ করলে বি.এফ.এল তা গ্রহন বা বিবেচনা করবেন না এবং ঋণগ্রহীতা, জামানতকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদনকারী এ বিষয়ে সম্মত থাকবেন।

৪৬) বি.এফ.এল কতৃক গ্রাহক পরিষেবা প্রদান ঃ-

কোনরূপ পরিষেবা গ্রহণের প্রয়োজন হলে গ্রাহকগণ বি.এফ.এল. এর সঙ্গে নিম্নলিখিত রূপে যোগাযোগ করতে পারেন ঃ-

ক) গ্রাহক পরিষেবা নম্বরে যোগাযোগ করবেনঃ যোগাযোগ বা হেল্পলাইন নম্বর ০৯২২৫৮১১১১০ অথবা ১৮০০ ২০৯ ২২৩৫ অথবা ল্যান্ডলাইন নম্বর-৩৩০০৫০০০ আঞ্চলিক এস.সি.ডি কোড নম্বরের পূর্বে বসাতে হবে।

খ) আমাদের নিবন্ধীকৃত অফিসের গ্রাহক অভিযোগ বিভাগে যোগাযোগ করান ঃ ঠিকানা- **বাজাজ ফাইনান্স লিমিটেড্, আকুরদি ওল্ড মুম্বাই-পুনে হাইওয়ে, পুনে-৪১১ ০৩৫, মহারাষ্ট্র)**।

গ) আমাদের মেল করুন এই ঠিকানায় - **bflcustomercare@bajajauto.co.in**

ঘ) আমাদের নিবন্ধীকৃত অফিসের জন্য অভিযোগ দপ্তরে যোগাযোগ করুন ঃ বাজাজ ফাইনান্স লিমিটেড্, প্রযত্নে বাজাজ অটো লিমিটেড্, আকুরদি, পুনে-৪১০০৩৫, মহারাষ্ট্র। নিবন্ধীকৃত ডাকে বা স্পিড পোস্টে পত্র প্রেরণ করুণ। আমাদের ওয়েব সাইটে ও জন অভিযোগ দপ্তরে সর্বশেষ বিস্তৃত তথ্য পাবেন ঃ- **www.bajajfinance.com** অথবা **www.bajaj autofianance.com**

যদি কোন কারণে গ্রাহকগণ জন অভিযোগ দপ্তরে প্রেরিত অভিযোগের সদুত্তর না পান তাহলে, আমাদের নিম্নলিখিত ২-য় ও ৩য় স্তরের অভিযোগ সুরাহা দপ্তরে যোগাযোগ করুন ঃ

দ্বিতীয়স্তর ঃ- গ্রাহক পরিষেবা, বাজাজ ফাইনান্স লিমিটেড্, আকুরদি, ওল্ড মুম্বাই-পুনে হাই-ওয়ে, পুনে-৪১১০৩৫, মহারাষ্ট্র-ঠিকানাই লিখবেন অথবা ই-মেল করুন এই ঠিকানায় - **bflhead customercare@bajajauto.co.in** আমরা ৭ দিনের মধ্যে প্রত্যুত্তর পাঠাবো।

তৃতীয়স্তর ঃ- অনুগ্রহ করে আমাদের নোডাল অফিসে লিখুনঃ (ঠিকানা)

নোডাল অফিসার, বাজাজ ফাইনান্স লিমিটেড্, আকুরদি, ওল্ড মুম্বাই-পুনে হাই-ওয়ে, পুনে- ৪১১০৩৫, মহারাষ্ট্র, অথবা ই-মেল করুনঃ- **bflnodalofficer@bajajauto.co.in** ৭ দিনের মধ্যে আপনার অভিযোগের উত্তর প্রদান করা হবে।

৪৭. **স্বীকার ঃ-**

ঋণগ্রহীতা, জামানতকারী বা সহ-ঋণগ্রহীতা বা সহ-আবেদকারী এতদ্বারা ঘোষণা করছেন যেঃ-

ক) তারা সম্পূর্ন চুক্তিপত্রটি (পৃষ্ঠা ১ থেকে ৮) পড়েছেন এবং তপসীলে প্রদত্ত বিষয় সমূহ পড়েছেন এবং তারপর উহা নির্দশ সমূহ পূরন ও স্বাক্ষর করেছেন। তারা সমস্ত শর্তবলী সহ বিবরণ সমূল পালন করবেন ।

খ) তারা সম্মতি প্রকাশ করেছেন যে, তাদের মাতৃভাষায় উক্ত চুক্তি পত্রটি তাদের সামনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং তারা চুক্তির সমস্ত ধারার অর্থসমূহ ও মর্মার্থ বুঝেছেন ও উপলব্ধি করেছেন ।

গ) তারা সম্মতি প্রকাশ করেছেন যে, এই চুক্তিটি সম্পূর্ন হবে এবং যখন বি.এফ.এল এর অনুমোদিত অধিকারিক ইহাতে স্বাক্ষর করবেন তখন এটি আইনত বৈধতা ও মান্যতা পাবে।

ঘ) তারা সম্মতি প্রকাশ করছেন যে, বি. এফ. এল-এর পক্ষে কোন ভুল হয়ে থাকলে, তা এই চুক্তি অনুযায়ী বি. এফ. এল-এর কোন অধিকার প্রত্যাহৃত হয়েছে বা ক্ষুন্ন হয়েছে বলে বিবেচিত হবে না।

ঘ) তারা সম্মতি প্রকাশ করেছে যে চুক্তির কোন ধারার ধারা বা তপসীল সংক্রান্ত ব্যাখ্যায় ভাষাগত বিভ্রান্তি দেখা দিলে ইংরাজী ভাষায় লিখিত চুক্তিটিই মান্যতা পাবে।

চ) উক্ত চুক্তি তপশীলের একটি কপি (মাতৃভাষায় ও ইংরাজী ভাষায়) তারা বি.এফ.এল-এর অধিকারিকের নিকট থেকে গ্রহণ করেছেন এবং মাতৃভাষায় ও ইংরাজী ভাষায় লিখিত একটি রসিদের মাধ্যমে উহার প্রাপ্তি স্বীকার করেছেন।